# মহাভারত।

## স্ত্রীপর্ব্ব।



শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর মহারাজাধিরাজ মহতাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি-দ্বারা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও

পরিশোধিত হইয়া



বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।



শকাব্দাঃ ১৭৯৩।

শ্রীপুরুষোত্তমদেবচট্টরাজ দ্বারা মুদ্রিত।

# বিজ্ঞাপন।

মহাভারতের একাদশ অংশ স্ত্রীপর্ব্ব গান্ধারী-প্রভৃতি বীর-জননীগণের বিলাপ-বচনে পরিপূর্ণ, জলপ্রাদানিক ও শ্রাদ্ধ-পর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত, ইহাতে সমরে নিহত নৃপতি ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সদ্গতি বর্ণিত হইয়াছে ; ইহা সংশোধিত মূল মহাভারতের সহিত ঐক্য করিয়া মৎকর্তৃক অনুবাদিত ও পরিশোধিত হইল মুদ্রাঙ্কন-কালে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণতত্ত্ব-বাগীশ মহাশয় ইহার আদ্যন্ত অবলোকন করত অনুমোদন করিয়াছেন ; মূলের সহিত সুসঙ্গত রাখিবার জন্য সাধ্যমত যত্ন করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না; অনবধানতা-বশত যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, সুধীগণ সদয় হইয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন ইতি।

২৮ চৈত্র
শকাব্দ ১৭৯৪

শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি।

# স্ত্রীপর্ব্বের সূচীপত্র।

স্ত্রীপর্ব্বের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

# মহাভারত।

## স্ত্রীপর্ব্ব।

### অথ জলপ্রদান প্রকরণ।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া, পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনে! দুর্য্যোধন এবং সমস্ত সৈন্যগণ নিহত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাহা শ্রবণ করিয়া কি করিলেন? এবং মহাত্মা ধর্ম্মপুত্র কুরুরাজ তথা কৃপাচার্য্য-প্রভৃতি তিন জন মহারথই বা কি করিলেন? পরস্পর শাপ-জনিত অশ্বত্থামার কৃত কর্ম্ম শ্রুত হইল, অতঃপর সঞ্জয় যাহা কহিয়াছিলেন সেই বৃত্তান্ত বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শত পুত্র হত হইলে ছিন্নশাখ বৃক্ষ-সদৃশ পুত্রশোক-সন্তপ্ত চিন্তাপরিপ্লুত ধ্যান ধারণ-বশত মৌনব্রত দীন-চিত্ত মহীপতি ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসিয়া মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয় এই কথা বলিলেন যে, মহারাজ! কেন শোক করিতেছেন? শোক করিলে কোন আনুকূল্য হইবে না, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হওয়ায় সম্প্রতি এই বসুমতী জনশূন্য হইয়াছে। নানা দেশীয় নরাধিপগণ নানা দিক্ হইতে সমাগত হইয়া আপনকার পুত্রের সহিত সকলেই নিধন লাভ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে পিতৃগণ পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি সুহৃৎ ও গুরুগণের প্রেতকার্য্য যথাক্রমে নির্ব্বাহ করিতে আদেশ প্রদান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুত্র পৌত্র বধে নিতান্ত পীড়িত দুর্দ্ধর্ষ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের সেই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাতাহত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমার পুত্র, অমাত্য ও সমস্ত সুহৃজ্জন হত হওয়াতে এক্ষণে আমি এই পৃথিবী-মধ্যে বিচরণ করত অবশ্যই দুঃখ অনুভব করিব। আমি বন্ধু-বিহীন হইয়াছি, অতএব জরাজীর্ণ ছিন্ন-পক্ষ পক্ষীর ন্যায় আমার জীবনে আর কি প্রয়োজন আছে? আমার রাজ্য হৃত, বন্ধু হত এবং চক্ষু নষ্ট হইয়াছে সুতরাং আমি ক্ষীণ-রশ্মি অংশুমালীর ন্যায় আর প্রকাশ পাইব না। আমি সুহৃৎ-সকলের বাক্য শ্রবণ করি নাই, পরশুরামের কথা প্রতিপালন করি নাই, দেবর্ষি নারদ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বাক্য রক্ষা করি নাই, সভা-মধ্যে কৃষ্ণ আমার শ্রেয়স্কর বাক্য বলিয়াছিলেন যে, 'মহারাজ! বৈরভাবে প্রয়োজন নাই, আপন পুত্রকে নিবারণ করুন' আমি দুর্ব্বুদ্ধি-বশত সেই বাক্য প্রতিপালন না করিয়া নিরতিশয় পরিতপ্ত হইতেছি, বৃষভের ন্যায় নিনাদকারী দুর্য্যোধনের জন্য আমি ভীষ্মদেবের ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করি নাই, দুঃশাসনের বধ, কর্ণের বিপর্য্যয় এবং দ্রোণরূপ সূর্য্যের গ্রহণ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতেছে।

হে সঞ্জয়! আমি মোহাভিভূত হইয়া এক্ষণে যাহার এই ফল ভোগ করিতেছি, পূর্ব্বে এমন কোন পাপাচরণ করিয়াছিলাম, তাহা ত স্মরণ হয় না,

তবে পূর্ব্বজন্মে আমি অবশ্যই কোন দুষ্কৃত কার্য্য করিয়া থাকিব, যদ্দ্বারা বিধাতা আমাকে দুঃখযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমার বয়সের পরিণাম হইয়াছে, সমস্ত বন্ধু ক্ষয় হইয়াছে, এক্ষণে দৈবযোগে সুহৃৎ ও মিত্রগণের বিনাশ উপস্থিত হইল; অতএব ভূমণ্ডলে আমা হইতে নিতান্ত দুঃখিত পুরুষ অন্য আর কে আছে? সুতরাং পাণ্ডবেরা অদ্যই আমাকে ব্রহ্মলোকের বিস্তৃত দীর্ঘ-পথে ব্রতধারণ পূর্ব্বক অবস্থিত অবলোকন করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা এইরূপে বহু শোক প্রকাশ করত বিলাপ করিতে থাকিলে সঞ্জয় যাহাতে তাঁহার শোক বিনাশ হয় তাদৃশ বাক্যে বলিলেন, মহারাজ! শোক পরিত্যাগ করুন, হে নৃপসত্তম! স্থঞ্জয় পুত্রশোকে পীড়িত হইলে পূর্ব্বে মুনিগণ যাহা কহিয়াছিলেন, আপনি বৃদ্ধগণ হইতে সেই সমস্ত বেদ-নিশ্চয় এবং বিবিধ শাস্ত্র ও আগম শ্রবণ করিয়াছেন। আপনার পুত্র যৌবনজন্য দর্প অবলম্বন করিলেন, আপনি যেমন হিতবাদি সুহৃদ্গণের বাক্য অবধারণ করেন নাই, সেইরূপ লুব্ধ ও ফলাভিলাষী হইয়া নিজ স্বার্থের বিষয়ও কিছু চিন্তা করেন নাই, কেবল নিজ-বুদ্ধি-প্রভাবে একধার অসি-দ্বারা তাবৎ চেষ্টা করিয়াছেন। দুশ্চরিত-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রায়ই সতত সেবা করিত তথাচ দুঃশাসন যাহার মন্ত্রী, দুরাত্মা কর্ণ, দুষ্ট-স্বভাব শকুনি, দুর্ম্মতি চিত্রসেন, এবং যে, সমস্ত জগৎকে শল্যপ্রায় করিয়াছিল, সেই শল্য যাহার মন্ত্রণা পাত্র, হে মহারাজ! আপনকার সেই পুত্র, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, গান্ধারী, বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, শরদ্বানের পুত্র কৃপ, মহাবাহু কৃষ্ণ, ধীমান্ নারদ, অমিততেজস্বি ব্যাসদেব, তথা অন্যান্য ঋষিগণের বাক্য প্রতিপালন করেন নাই। আপনার বীর্য্যবান্ পুত্র দুর্য্যোধন অল্পবুদ্ধি, অহঙ্কারী, নিয়ত যুদ্ধাভিলাষী, ক্রূর, দুর্দ্ধর্ষণ ও সতত অসন্তুষ্ট ছিলেন। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী, নিয়ত সত্যরত অতএব আপনার ন্যায় ঈদৃশ বুদ্ধিমান সাধুব্যক্তিগণ কখন মুগ্ধ হয়েন না। ক্ষত্রিয়গণ কোন ধর্ম্মকে সৎকার করেন নাই, নিয়তই যুদ্ধ কামনা করিতেন, সুতরাং সকলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে শত্রুদিগের যশ বর্দ্ধিত হইল।

আপনি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, ক্ষমতাসত্ত্বেও কিছু বলেন নাই এবং উভয়পক্ষের ভার তুল্য-রূপে ধারণ করেন নাই। প্রথমত মনুষ্যের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা উচিত, যদ্দ্বারা প্রয়োজনীয় বিষয় অতীত না হয় এবং পশ্চাত্তাপ-যুক্ত হইতে না হয়, সেই রূপেই কার্য্য করা কর্ত্তব্য। মহারাজ! আপনি পুত্রস্নেহ-বশত তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া এই পশ্চাত্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব আপনার শোক করা উচিত নহে। যে পুরুষ কেবল মধু দর্শন করিয়া উচ্চ স্থান হইতে পতন-সম্ভাবনা দেখে না, সে যেমন মধুলোভে প্রপাত হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শোক করিয়া থাকে, আপনিও তদ্রূপ শোক করিতেছেন। শোক করিয়া অর্থ প্রাপ্তি হয় না, শোক করিয়া কোন ফল লাভও হয় না, শোককারীব্যক্তি প্রিয়বস্তু এবং পরম পদ মোক্ষও প্রাপ্ত হয় না। স্বয়ং অগ্নি উৎপাদনপূর্ব্বক বস্ত্র-দ্বারা পরিবেষ্টন করত যে ব্যক্তি তদ্দ্বারা দহ্যমান হইয়া মনস্তাপ ভোগ করে, সে পণ্ডিত নহে। আপনি পুত্রের সহিত বাক্যরূপ বায়ু-দ্বারা পাণ্ডব-স্বরূপ পাবক সন্ধুক্ষিত ও প্রজ্বলিত করিয়া লোভরূপ আজ্য সেচন করিয়াছেন, সেই সমিদ্ধ অনলে শলভের ন্যায় আপনকার পুত্রেরা পতিত হইয়াছেন, সেই শরাগ্নি-সন্দগ্ধ সন্তান সকলের জন্য শোক প্রকাশ করা আপনার উচিত হয় না। মহারাজ! আপনি অশ্রুপাত বশত যে মলিন বদন ধারণ করিতেছেন, তাহা শাস্ত্রদৃষ্ট নহে, পণ্ডিতেরা ইহাকে প্রশংসা করেন না। পাণ্ডবেরা বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় এই সমস্ত মানবকে দগ্ধ করিতেছেন, আপনি শোক পরিত্যাগ করুন এবং নিজবুদ্ধি-

প্রভাবে আপনার-দ্বারা আপনাকে ধারণ করুন।

হে শত্রুতাপন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহামতি সঞ্জয়-কর্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইলে বিদুর পুনরায় বুদ্ধি-পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বাস বাক্য বলিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রাশ্বাসনে প্রথম অধ্যায়॥ ১॥



বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। অনন্তর, বিদুর অমৃতময় বাক্য-দ্বারা বিচিত্রবীর্য্য-পুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে আহ্লাদিত করত যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

বিদুর কহিলেন, হে লোকেশ্বর মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন, কেন শয়ান রহিয়াছেন? আপনাকে আপনিই ধারণ করুন, সমস্ত জীবেরই এই পরম গতি নির্দ্দিষ্ট আছে। বহু সমবায় হইলেই ক্ষয় হইয়া থাকে, উন্নতি হইলেই পতন হয়, সংযোগ হইলেই বিচ্ছেদ ঘটে এবং জীবিত থাকিলেই মরণ হইয়া থাকে। হে ভারত ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! যম যখন শূর ও ভীরু উভয়কেই আকর্ষণ করেন, তখন সেই সকল ক্ষত্রিয়েরা কি যুদ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত থাকিতে পারিতেন? মনুষ্য যুদ্ধ না করিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং যুদ্ধ করিয়াও জীবিত রহে। মহারাজ! কাল আগত হইলে কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। হে ভারত! জীব-সকলের অগ্রে অভাব থাকে, মধ্যে কিয়ৎকালের জন্য সদ্ভাব হয়, নিধনে পুনরায় অভাব হইয়া থাকে, অতএব তাহাদিগের বিষয়ে বিলাপ করিবার প্রয়োজন কি? মনুষ্য শোক করত মৃত ব্যক্তির অনুগত হইতে পারে না, শোক করত মৃত হইতেও সমর্থ হয় না, লোকে যখন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে, তখন আপনি কি জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন? হে কুরুসত্তম! কাল সমস্ত প্রাণীকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকটে কেহ প্রিয় বা, দ্বেষ্য নাই।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৃণের অগ্রভাগ-সকল যেমন বায়ু-বশত নত হয়, তেমনি জীবগণ কালের বশতাপন্ন হইয়া থাকে। এক-যোগে সকলেই কালের নিকটে গমন করিতে থাকিলে যাহার কাল অগ্রে গত হয় তাহার বিষয়ে পরিদেবনা কি? মহারাজ! শাস্ত্র যদি প্রমাণ হয়, তবে আপনকার পুত্রেরা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব এই সমস্ত যুদ্ধহত পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ করা উচিত নহে; তাঁহারা সকলে স্বাধ্যায়বন্ত. সকলেই চরিতব্রত এবং সকলেই সমরে সম্মুখীন হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের বিষয়ে বিলাপ করিয়া প্রয়োজন কি? তাঁহারা পূর্ব্বে অদৃষ্ট থাকিয়া কিয়ৎকালের জন্য দর্শনপথে আসিয়াছিলেন, পরে দর্শনপথের অগোচর হইয়াছেন, তাঁহারা আপনার নহেন, আপনিও তাঁহাদিগের নহেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে পরিদেবনা কেন? সমরে হত ব্যক্তি স্বর্গলাভ করে, যেব্যক্তি-দ্বারা হত হয় তিনিও যশোলাভ করেন, আমাদিগের এই উভয় বিষয়েই বহু গুণ আছে, যুদ্ধে কোন প্রকারে নিষ্ফলতা নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগের জন্য কামপ্রদ লোক সকল সৃষ্টি করিবেন, তাঁহারা ইন্দ্রের অতিথি হইবেন। সমরে হত শূরগণ যেরূপে স্বর্গে গমন করেন, নীতিজ্ঞ যজ্ঞযাজি-ব্যক্তি-সকল তপস্যা ও তত্ত্ববিদ্যা-দ্বারা তাদৃশরূপে সুরলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন না। তাঁহারা শূর-সকলের শরীর-স্বরূপ হুতাশনে শরাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং সেই তেজস্বিগণ পরস্পর নিজ শরীরে হূয়মান বাণ সকল সহ্য করিয়াছিলেন, হে মহারাজ! আপনাকে কহিতেছি, ইহাই স্বর্গের উৎকৃষ্ট পথ, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। সেই মহাত্মারা সকলেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রত, শূর ও সমর-শোভাকর, তাঁহারা পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের জন্য শোক করা বিহিত হয় না। হে নরবর! আপনি আপনা-দ্বারা আপনাকে আশ্বাসিত করিয়া শোক প্রকাশ করিবেন না।

এক্ষণে শোকাভিভূত হইয়া কার্য্য পরিত্যাগ করা আপনার উচিত হয় না।

এই সংসারে সহস্র সহস্র মাতা পিতা, শত শত পুত্র দারা, উৎপন্ন হইয়া এইরূপ দুঃখ অনুভব করিয়াছে, তাহারাই বা কাহার, আমরাই বা কাহার। এই সংসারে সহস্র সহস্র শোকের বিষয় এবং শত শত ভয়ের বিষয় বিদ্যমান আছে, মূঢ়-ব্যক্তিরাই তাহাতে আবিষ্ট হয়, পণ্ডিতগণ তাহাতে মুগ্ধ হয়েন না। হে কুরুসত্তম! কালের নিকটে কেহ প্রিয় বা, দ্বেষ্য নাই, কাল কাহারও বিষয়ে উদাসীন থাকেন না, তিনি সকলকেই আকর্ষণ করেন। কালই জীবগণকে পরিবর্ত্তিত করিতেছেন, কালই প্রজা সকলকে সংহার করিতেছেন, সকলে সুপ্ত হইলে কালই জাগরিত থাকেন, কালকে কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। রূপ, যৌবন, জীবিত, দ্রব্য-সঞ্চয়, আরোগ্য এবং প্রিয় সহবাস এই সকলই অনিত্য, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি এই সমুদয়ে আসক্ত হয়েন না। আর সাধারণের সম্বন্ধে যে দুঃখ ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য আপনি একাকী কেন শোক প্রকাশ করেন? আত্মীয় স্বজনের বিনাশেই শোক উপস্থিত হইয়া থাকে, নিরত শোক চিন্তা করিলে তাহা নিবৃত্ত হয় না; পরাক্রম থাকিলে শোক না করিয়াও তাহার প্রতীকার করা যায়, দুঃখের চিন্তা না করাই তাহার প্রতীকারের উপায়, সতত শোক চিন্তা করিলে তাহা বিনষ্ট হয় না, বরঞ্চ ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনিষ্ট সংঘটন এবং প্রিয় বস্তুর বিঘটন-নিবন্ধন অল্পবুদ্ধি মানবেরা দুঃখযুক্ত হয়। মহারাজ! আপনি যে জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধি, ধর্ম্ম বা সুখ কিছুই নাই। মানবগণ বিশেষ বিশেষ ধনস্বামিত্ব প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যার্থ হইতে বিচলিত হয় না—এমন নহে, তাহারা ত্রিবর্গ হইতেও বিচ্যুত হইয়া থাকে। অসন্তুষ্ট মনুষ্যেরা বিশেষরূপে মুগ্ধ হয়, আর পণ্ডিতেরা সন্তোষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। বুদ্ধিবৃত্তি-দ্বারা মানস দুঃখ এবং ঔষধ-দ্বারা দৈহিক দুঃখ বিনষ্ট করিবে, জ্ঞানের এই সামর্থ্যকে বালকের সহিত সমতা করিবেনা। মনুষ্য শয়ান হইলে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম তাহার সহিত শয়ন করে, অবস্থান করিলে তাহার সহিত অবস্থিত হয়, গমন করিলে তাহার অনুধাবন করিয়া থাকে, মনুষ্য যে যে অবস্থায় যে যে শুভাশুভ কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই সেই অবস্থায় সেই সেই ফল ভোগ করেন। যিনি যে শরীর-দ্বারা যে কর্ম্ম করেন, তিনি সেই শরীর-দ্বারা তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকেন। আপনিই আপনার মিত্র, আপনিই আপনার শত্রু এবং আপনিই আপনার সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মের সাক্ষী। মনুষ্য শুভকর্ম্ম-দ্বারা সুখ ও পাপকর্ম্ম-দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হয়; কৃতকর্ম্মের ফল সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অকৃতকর্ম্মের ফল কুত্রাপি ভুক্ত হয় না; আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মূলঘাতি জ্ঞান-বিরুদ্ধ বহু পাপকর কর্ম্মে সংসক্ত হয়েন না।

ধৃতরাষ্ট্রাশ্বাসনে দ্বিতীয় অধ্যায়। ২॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! তোমার মনোহর বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া আমার এই শোক বিনষ্ট হইল, পুনরায় তোমার তত্ত্বকথাসকল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। পণ্ডিতেরা অনিষ্ট সংসর্গ এবং ইষ্টবর্জ্জন হেতু কি প্রকারে মানস দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়েন?

বিদুর কহিলেন, পণ্ডিত ব্যক্তি যে যে মানসিক সুখ বা দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়েন, তিনি সেই সেই সুখ দুঃখ হইতে নিয়মিত হইয়া শান্তি লাভ করেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! এই সমুদয় যাহা চিন্তা করা যায়, তৎতাবৎই অনিত্য, লোক সকল কদলীতরুর ন্যায় অসার। প্রাজ্ঞ, মূঢ়, ধনবান্ ও নির্দ্ধন সকলেই প্রেতভূমি প্রাপ্ত হইয়া বিজ্বর হওত নিদ্রিত হয়েন। মাংসশূন্য অস্থি বহুল স্নায়ুনিবন্ধন গাত্র-দ্বারা অপর লোকে

কিরূপ বিশেষ দর্শন করিয়া থাকে যাহার-দ্বারা কুল, রূপ-প্রভৃতি বিশেষণ জানিতে পারে? বিসম্বাদিত বুদ্ধিমন্ত মানবেরা কি জন্য পরস্পর এইরূপ কামনা করে। পণ্ডিতেরা মনুষ্য-দেহ সকলকে গৃহের ন্যায় বলিয়া থাকেন, কাল-সহকারে তাহারা এক মাত্র শাশ্বত পুরুষে সঙ্গত হইয়া থাকে। পুরুষ যেমন জীর্ণ বা অজীর্ণ বসন পরিত্যাগ করত অন্য বস্ত্র অভিলাষ করে, শরীরিদিগের দেহ সমুদয়ও সেইরূপ।

হে বিচিত্রবীর্য্য-নন্দন! ইহ লোকে সুখ ও দুঃখ জীবগণের প্রযত্ন সাধ্য, এই কারণে তাহারা স্বকৃত-কর্ম্ম দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে ভারত! কর্ম্ম-দ্বারাই স্বর্গ, সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হয়, মনুষ্য অবশই হউক বা স্ববশই হউক, কর্ম্ম হইতেই সুখ দুঃখের ভার বহন করিয়া থাকে। মৃণ্ময় ভাণ্ড চক্রে আরূঢ় অথবা কিঞ্চিৎ প্রক্রিয়মাণ কিম্বা কৃতমাত্র অথবা সূত্র-দ্বারা ছিন্ন কি চক্র হইতে অবরোপ্যমাণ বা অবতীর্ণ অথবা আর্দ্র, শুষ্ক, পচ্যমান, অবতার্য্যমান অথবা পাক হইতে উদ্ধৃত কিম্বা পরিভুজ্যমান হইয়া যেমন বিনষ্ট হয়, শরীরিদিগের দেহ সমুদয়ও তদ্রূপ; মনুষ্য, গর্ভস্থ বা প্রসূত অথবা এক দিবস বয়স্ক, অর্দ্ধমাস, মাস, সংবৎসর বা বৎসরদ্বয় গত, কিম্বা যৌবনস্থ বা মধ্যাবস্থ অথবা বৃদ্ধ হইয়া বিপন্ন হয়। জীবগণ পূর্ব্ব-কর্ম্মফল-দ্বারা জন্মগ্রহণ করে, নাও করে, অতএব লোকে যখন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে তখন আপনি আর কিজন্য অনুতাপ করিতেছেন? হে নরাধিপ! জীব যেমন ক্রীড়ার কারণ জলমধ্যে সন্তরণ করত কখন উন্মগ্ন কখন বা নিমগ্ন হয়, তেমনি অল্পবুদ্ধি মানবগণ সংসার গহনে প্রকাশ ও বিলয়-বিষয়ে কর্ম্মভোগ-দ্বারা বদ্ধ হইয়া ক্লেশ পাইয়া থাকে। যাঁহারা প্রজ্ঞাবন্ত, সত্ত্বগুণান্বিত, সংসারানুগত এবং জীবগণের সমাগম জানেন, তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হয়েন।

ধৃতরাষ্ট্র শোকাপনোদনে তৃতীয় অধ্যায়॥ ৩॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বক্তৃবর! সংসার গহনের দুর্জ্ঞেয় ভাব কি প্রকারে বিজ্ঞেয় হয়, ইহাই আমি যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি তাহা বর্ণন কর।

বিদুর বলিলেন, জীবগণের জন্ম হইতে সমুদয় ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে, জীব প্রথমত জরায়ু-শয্যায় বাস করে, কিয়ৎকালের পর পঞ্চম মাস অতীত হইলে তথায় সুচারুরূপে বাস কল্পনা করিয়া থাকে, অনন্তর, সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ গর্ভরূপে জন্মগ্রহণ করে। তৎকালে জীব মাংসশোণিত-লিপ্ত অপবিত্র গর্ভ-মধ্যে বাস করিয়া থাকে; অনন্তর, ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া বায়ুবেগ-দ্বারা যোনিদ্বারে আগমন করত বহুতর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে প্রাক্তন-কর্ম্ম-সমন্বিত হইয়া যোনি-পীড়ন বশত গর্ভ হইতে বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইয়া সাংসারিক অন্য উপদ্রব সকল দর্শন করে, কুক্কুরগণ যেমন আমিষের নিকটে আগমন করে, সেইরূপ, গ্রহগণ সেই জীবের সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকে, কালক্রমে ব্যাধি সকল স্বকর্ম্ম-সমূহ-দ্বারা বর্দ্ধমান সেই জীবন্ত জীবের সন্নিহিত হয়। হে মহারাজ! জীব ইন্দ্রিয়পাশ-দ্বারা বদ্ধ ও বিষয়াস্বাদসুখ-দ্বারা আবৃত হইলে বিবিধ বাসন সকল তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে, জীব ইন্দ্রিয়সুখ ও বিষয়াসঙ্গ-দ্বারা বারম্বার বাধিত হইয়াও তৃপ্তি লাভ করে না, তৎকালে সে সাধু বা অসাধু কর্ম্ম করত তাহার ফল জানিতে পারে না। যাঁহারা ধ্যান ধারণা-বিষয়ে সম্যক্ নিষ্ঠা-সম্পন্ন, তাঁহারা সৎ ও অসৎকার্য্যকে সৎ ও অসৎরূপেই রক্ষা করিয়া থাকেন। পরিশেষে যে যম-লোকে যাইতে হইবে, জীব তাহা তখন জানিতে পারে না। অনন্তর, কালক্রমে যমদূতগণ-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া জীব মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। জীব পুনরায় আপনা-দ্বারা আপনি বর্দ্ধমান হইয়া বাক্যহীনের অবস্থা এবং প্রথমাবস্থায় যে ইষ্ট ও অনিষ্ট কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহা উপেক্ষা করে। কি আশ্চর্য্য! লোক অবমানিত

সারে পর্য্যায়ক্রমে গর্ভ-মধ্যে বাস করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানিগণ তাহা হইতে মুক্ত হয়েন, এই কারণে শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে পথ বলিয়া থাকেন এবং পূর্ব্বে যে সংসার-গহন উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাকে বনরূপে নির্দ্দেশ করেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! লোক-মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গম জীবগণের সম্বন্ধে ইহাই ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত-স্বরূপ, পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে পতিত হইয়া নিন্দনীয় হয়েন না, মর্ত্ত্যগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি হইয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাদিগকেই হিংস্রজন্তু বলিয়া থাকেন। হে ভারত! অল্পবুদ্ধি মানবেরা স্বীয় কর্ম্ম অনুসারে সেই সমস্ত হিংস্র জন্তু-দ্বারা ক্লিশ্যমান ও বার্য্যমাণ হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না। হে মহারাজ! সেই সমস্ত ব্যাধিগণ পুরুষকে পরিত্যাগ করিলেও রূপবিনাশিনী জরা পরে সেই শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ-প্রভৃতি বিবিধ বিষয়-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিরালম্ব মহাপঙ্কে মজ্জমান মানবকে আবরণ করে। সংবৎসর, মাস, পক্ষ, দিবা ও রাত্রি সকল ক্রমশ পুরুষের রূপ ও পরমায়ু গ্রাস করিয়া থাকে। এই সমস্তই কালের আধার, তাহা অবোধ লোকেরা জানিতে পারে না, তাহারা বলে, বিধাতা সমস্ত জীবের অদৃষ্টে কর্ম্মফল সকল লিখিত করিয়াছেন। যাহা হউক, জীবগণের শরীর রথ স্বরূপ, সত্ত্বই সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব এবং কর্ম্মবুদ্ধিই রশ্মিরূপে কথিত হয়। যেব্যক্তি সেই ধাবমান অশ্বগণের বেগের অনুধাবন করে, সেই ব্যক্তিই এই সংসার-চক্রে চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, আর যিনি বুদ্ধিরশ্মি-দ্বারা সেই সমস্ত হয়গণকে সংযত করেন, এবং সংযত হইয়াও নিবৃত্ত না হয়েন তিনি এই সংসার চক্রে চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করত যাঁহারা মুগ্ধ না হয়েন, তাঁহারা আর সংসারে ভ্রমণ করেন না। মহারাজ! যাহারা সংসারে ভ্রমণ করে তাহাদিগের এই সকল দুঃখ উপস্থিত হয়, অতএব তাহার নিবৃত্তি জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যত্ন করিবেন, ইহাতে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, উপেক্ষা করিলে সেই দুঃখ শতশাখ হইয়া বিস্তৃত হয়।

হে মহারাজ! যিনি ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করেন, ক্রোধ ও লোভ-বিহীন হয়েন, যিনি সন্তুষ্ট ও সত্যবাদী, সেই মানবই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। হে নরাধিপ! এই শরীরকেই পণ্ডিতেরা যমের রথ বলিয়া থাকেন, এই শরীর-দ্বারাই অবোধ ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হয়, হে রাজন্! সেই রথ এই শরীর, যাহা আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ভারত! রাজ্যনাশ, সুহৃৎ নাশ ও সুতনাশ-জনিত দুঃখ অতিশয় কষ্টকর হইয়া থাকে। সাধুব্যক্তি পরম দুঃখ সকলের ঔষধ আচরণ করেন, তিনি সংযত-চিত্ত হইয়া জ্ঞান-স্বরূপ মহৌষধ লাভ করত দুঃখরূপ মহাব্যাধি বিনাশ করেন। স্থিররূপে সংযত আত্মা যেমন মানবকে দুঃখ-মুক্ত করেন, বিক্রম, অর্থ, মিত্র বা সুহৃজ্জন তদ্রূপে দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হয়েন না। হে ভারত! অতএব সর্ব্বভূতে সমান দয়া অবলম্বন করিয়া সাধু চরিত্র লাভ করুন। দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই তিনটী ব্রহ্মের অশ্ব হয়, হে মহারাজ! যিনি শীলরশ্মি সংযুক্ত হইয়া মানস-রথে অবস্থিতি করেন, তিনি মৃত্যুভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। হে মহীপতে! যিনি সর্ব্বভূতে অভয় প্রদান করেন, তিনি অনাময় বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়েন; মনুষ্য অভয়দান-দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হয়েন, সহস্র সহস্র যজ্ঞ ও নিত্য নিত্য উপবাস দ্বারাও তাহা প্রাপ্ত হয়েন না। হে ভারত! জীবগণের মধ্যে আত্মার প্রিয়তর বস্তু কিছুই নিশ্চিত নাই, কিন্তু সর্ব্বভূতের অনিষ্ট করণই মরণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; অতএব পণ্ডিতব্যক্তির সর্ব্বভূতে দয়া করা কর্ত্তব্য। বিবিধ মোহ-সমাবৃত ও বুদ্ধিজাল-দ্বারা সংবৃত অসূক্ষ্ম-দৃষ্টি মূঢ়েরা মোহ ও বুদ্ধিজাল-মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে, আর সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ধীরেরা ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়েন।

ধৃতরাষ্ট্রশোকাপনোদনে সপ্তম অধ্যায়॥ ৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুত্রশোকে নিতান্ত-সন্তপ্ত কুরু-সত্তম ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের সেই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন, তাঁহাকে তাদৃশরূপে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত দর্শন করত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ক্ষত্তা বিদুর, সঞ্জয় এবং অন্য অন্য সুহৃৎ ও দ্বারপাল সকল যাহাদিগকে তিনি বান্ধব বলিয়া স্নেহ করিতেন, তাঁহারা সকলেই সুখস্পর্শ শীতল জল সেচন ও যত্ন-সহকারে তালবৃন্ত বীজন করত তাঁহার গাত্রে হস্ত স্পর্শ করিতে লাগিলেন। তাদৃশাবস্থ মহীপতি ধৃতরাষ্ট্রকে বহুক্ষণ আশ্বাস প্রদান করিলে, দীর্ঘকালের পর তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তিনি সচেতন হইলে পর পুত্রশোক-নিমিত্ত মনঃপীড়ায় নিতান্ত আক্রান্ত হইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকটে এইরূপে বহুক্ষণ বিলাপ করিলেন। হায়! মনুষ্যজন্মেই ধিক্ থাকুক্, যদিও মনুষ্যত্ব হয় তথাপি দারপরিগ্রহই নিন্দনীয়, যাহা হইতে মূল দুঃখ সকল মুহুর্মুহু সম্ভূত হইয়া থাকে। হে বিভো! পুত্রনাশ, অর্থনাশ, জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের বিনাশ হইলে বিষাগ্নি-সদৃশ সুমহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহা-দ্বারা গাত্র সকল দগ্ধ ও বুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং পুরুষ যদ্দ্বারা অভিভূত হইয়া মরণকে বহুমান করে, আমি ভাগ্য-বিপর্য্যয়-বশত সেই দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম। হে দ্বিজসত্তম! প্রাণ-পরিত্যাগ ব্যতীত যে দুঃখের অন্ত হইবে না, অদ্যই আমি তাহার শেষ করিব। ধৃতরাষ্ট্র ব্রহ্মজ্ঞতম মহাত্মা পিতাকে এই কথা বলিয়া মোহাভিভূত এবং অতিশয় শোক প্রাপ্ত হইলেন।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্র! আমি তোমাকে যাহা কহিতেছি তাহা শ্রবণ কর, হে শত্রুতাপন! তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী এবং ধর্ম্ম ও অর্থ-বিষয়ে কুশল, তোমার অবিদিত ও বেদিতব্য কিছুই নাই। মানবগণের অনিত্যতার বিষয় নিঃসংশয় তোমার অবিদিত নহে। হে ভারত! অনিত্য জীবলোকে অবস্থান যদি অস্থির হইল—তখন জীবনে বা মরণে কেন শোক প্রকাশ করিতেছ? হে রাজেন্দ্র! তোমার প্রত্যক্ষেই এই বৈর-সমুদ্ভব হয়, তোমার পুত্রকে কারণ করিয়া কালবশত এই কাণ্ড ঘটিল। মহারাজ! কৌরবগণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবি, অতএব তদ্বিষয়ে পরমগতিপ্রাপ্ত শূর-সকলের জন্য কি নিমিত্ত শোক করিতেছ? হে মহাবাহু জননাথ! মহানুভাব বিদুর এই সকল ঘটনা হইবে জানিয়া সর্ব্ব-প্রযত্নে শান্তির জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু চিরকাল উদ্যোগ করিয়াও কোন ব্যক্তি দৈবকৃত ঘটনা নিবারণ করিতে সমর্থ হয়েন না, ইহা আমার নিশ্চয় জানা আছে। দেবতাদিগের যে কার্য্যের বিষয় আমি স্বয়ং শ্রবণ করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় তোমার নিকট কহিতেছি, ইহা শ্রবণ করিলে কথঞ্চিৎ তোমার অন্তঃকরণ স্থির হইবে।

পূর্ব্বে আমি অশ্রান্ত হইয়া সত্বরভাবে ইন্দ্রের সভায় গমন করিয়াছিলাম, তথায় গিয়া দেখিলাম, তৎকালে সমস্ত দেবগণ ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষি সকল সমবেত রহিয়াছেন, হে পৃথ্বীপাল! আমি তথায় দেবগণের সমীপে কার্য্যার্থ সমাগত পৃথিবীকেও দেখিতে পাইলাম, তিনি সমাগত সুরগণের সন্নিহিত হইয়া বলিলেন, “হে মহাভাগ সকল! তদানীং ব্রহ্মার সদনে তোমরা যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, শীঘ্র তাহার সম্যক্ বিধান কর।” সর্ব্বলোক-নমস্কৃত বিষ্ণু সুরসভা-মধ্যে পৃথিবীর সেই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন, যে, ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন নামে যিনি বিখ্যাত আছেন তিনিই তোমার কার্য্যসিদ্ধ করিবেন, তুমি সেই মহীপালের নিকটে গিয়া কৃতকৃত্যা হইবে, সমরদক্ষ ভূপালগণ তাঁহার জন্য কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহারা দৃঢ়তর শস্ত্র-নিকর-দ্বারা পরস্পরকে নিহত করিবেন, হে দেবি! সেই যুদ্ধের পর তোমার ভার লাঘব বিদিত হইবে, শোভনে! একণে তুমি স্বীয় স্থানে গমন করিয়া

এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিলেন, কৌরব নারী-গণের সহিত গান্ধারীকে, বধূ কুন্তীকে এবং সেস্থানে অন্য অন্য যে সমস্ত যোষিৎ আছেন তাঁহাদিগকে অবিলম্বে লইয়া আইস, ধর্ম্মাত্মা নরপতি ধর্ম্মবিত্তম বিদুরকে এই রূপ বলিয়া শোকোপহত-চিত্তে যানের নিকট গমন করিলেন।

পুত্র শোকার্ত্তা গান্ধারী পতির আদেশানুসারে কুন্তী ও অন্যান্য নারীগণের সহিত যেস্থানে রাজা ছিলেন তথায় যাইতে লাগিলেন। নিতান্ত শোক-সমন্বিত নারীগণ রাজার সন্নিহিত হইয়া পরস্পর আমন্ত্রণ করিয়া গমন করত উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বিদুর স্বয়ং সেই নারীগণ হইতে অধিক-তর আর্ত্ত হইয়াও তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং সেই অশ্রুকণ্ঠী অবলাদিগকে যানে আরোহণ করাইয়া পুর হইতে নির্গত হইলেন।

অনন্তর, কৌরবগণের সমুদয় ভবনে রোদন ধ্বনি সমুত্থিত হইল, আবালবৃদ্ধসমন্বিত সমস্ত নগর শোকাক্রান্ত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে দেবতারাও যাঁহা-দিগকে দেখিতে পান নাই, তৎকালে সেই বিধবা অবলাগণকে সাধারণ লোকে দর্শন করিল, নারীগণ মনোহর ভূষণ-সমুদয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এক বস্ত্র ধা-রণ করিয়া আলুলায়িত-কেশে অনাথিনীর ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। যূথপতি হত হইলে করিণীগণ যেমন গিরিগুহা হইতে নির্গত হয়, শ্বেত পর্ব্বত স্বরূপ গৃহ সকল হইতে তাঁহারা তদ্রূপ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হে মহারাজ! সেই সমস্ত প্র-ধান প্রধান অঙ্গনাগণ অঙ্গণ মধ্যে বিচরণকারী অশ্বিনীগণের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বাহু-ধারণ-পূর্ব্বক পিতা, পুত্র ও ভ্রাতার জন্য রোদন করত প্রলয়কালের লোকক্ষয় বিষয় যেন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিলাপ ও রোদন করত গমন করিতে করিতে শো-কোপহত চিত্তে কর্ত্তব্য বিষয় বিদিত হইতে পারি-লেন না। যে সমস্ত যোষিদ্গণ পূর্ব্বে সখীগণের সন্নিধানেও লজ্জিত হইতেন, তাঁহারা শ্বশ্রূগণের সম্মুখে একবস্ত্র ও নির্লজ্জ হইলেন। রাজন্! সেই শোক বিহ্বলা অবলারা গুরুতর শোক সময়ে পর-স্পর আশ্বাস প্রদান করত পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সহস্র সহস্র রোদনপরায়ণ রমণীগণ-দ্বারা পরিবৃত রাজা হীনবেশে রণস্থলে যাইবার উদ্দেশে নগর হইতে নির্গত হইলেন। শিল্পকর বণিক্ বৈশ্য ও সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মোপজীবি পৌরগণ রাজাকে অগ্রসর করিয়া নগরের বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সেই কুরুকুল সংক্ষয় কালে ক্রন্দনকারিণী আর্ত্তা কামিনীদিগের সুমহান্ রোদন ধ্বনি ত্রিভুবন ব্য-থিত করত প্রাদুর্ভূত হইল। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে দহ্যমান জীবগণের অভাবের ন্যায় কি এই সময় উপস্থিত হইল? জীবগণ ইহাই জ্ঞান করিতে লাগিল। মহারাজ! কৌরবগণের ক্ষয় হইলে নিতান্ত অনুরক্ত পুরবাসি জনগণ একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিল।

সস্ত্রীক ধৃতরাষ্ট্রের নগর হইতে নির্গমন বিষয়ক দশম অধ্যায়। ১০।



বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা একক্রোশ পথ গমন করিয়া মহারথ সারদ্বত কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামাকে দেখিতে পাইলেন। মহারথেরা প্রজ্ঞাচক্ষু রাজাকে রোদন করিতে দেখিবামাত্র অশ্রুকণ্ঠে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বলিলেন, মহা-রাজ! আপনার পুত্র মহীপতি দুর্য্যোধন অনুচর-গণের সহিত অতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম সমাধান করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দুর্য্যোধনের সৈন্যগণের মধ্যে আমরা তিনজন রথি-মাত্র মুক্ত হইয়াছি, আপনকার আর আর সমস্ত সৈন্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য রাজাকে এই রূপ বলিয়া পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারীকে এই কথা বলিলেন,

দেবি! আপনকার পুত্রেরা অভীতভাবে যুদ্ধ করত অনেকানেক শত্রুগণকে নিহত করিয়া বীরোচিত কার্য্য সাধন-পূর্ব্বক নিধন লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা শস্ত্র-নির্জ্জিত পবিত্রলোক সকল প্রাপ্ত হইয়া ভাস্বর-দেহ অবলম্বন করত নিশ্চয়ই অমরের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন; শূরগণের মধ্যে যুদ্ধ করত কেহ পরাঙ্মুখ হন নাই; শস্ত্র-দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাচ কেহ শত্রুর নিকটে অঞ্জলি বন্ধন করেন নাই। প্রাচীনেরা সমরে শস্ত্র-দ্বারা নিধন লাভকেই পরম গতি কহিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগের জন্য শোক করা আপনার উচিত নহে।

হে রাজ্ঞি! তাঁহাদিগের শত্রু পাণ্ডবেরা বর্দ্ধিত হয় নাই। ভীমসেন-কর্ত্তৃক অধর্ম্ম অনুসারে আপনকার পুত্রকে নিহত শ্রবণ করিয়া অশ্বত্থামা-প্রভৃতি আমরা তিন জন যাহা করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। আমরা সুপ্তজন-সমন্বিত শিবির-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে বিমর্দ্দন করিয়াছি, ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি দ্রুপদের পুত্রগণ এবং পাঞ্চাল সকলকে নিহত করিয়াছি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে পাতিত করিয়াছি। আমরা তিন জন আপনকার পুত্রদিগের শত্রুগণের তাদৃশ ক্ষয় সাধন করিয়া ধাবমান হইয়াছি, রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না। সেই মহাধনুর্দ্ধর শূরবর পাণ্ডবেরা বৈর প্রতীকার করিবার বাসনায় অমর্ষ-পরবশ হইয়া অবিলম্বে আগমন করিবে। হে যশস্বিনি! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা পুত্রগণ নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া পদপ্রাপ্তির ইচ্ছায় শীঘ্রই আসিবে, তাহাদিগের তাদৃশ সংহার করিয়া আমরা এক্ষণে এস্থানে অবস্থান করিতে উৎসাহ করি না; অতএব রাজ্ঞি! আমাদিগকে গমন করিতে অনুমতি করুন, আপনি শোকে মনঃ সমাধান করিবেন না। মহারাজ! আপনিও আজ্ঞা প্রদান করুন এবং ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আপনি ক্ষাত্রধর্ম্মকে কেবল বিনাশাবসান দর্শন করুন।

হে ভারত! কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা এবং দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা ভাগীরথীর নিকটে মহানুভাব মনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ বলিয়া প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক দর্শন করত অবিলম্বে অশ্ব চালনা করিলেন। মহারাজ! তৎকালে মহারথেরা উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক তিন জন তিন দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্ম্মা নিজ রাজ্যে এবং অশ্বত্থামা ব্যাসাশ্রমে গমন করিলেন। সেই বীর-ত্রয় এইরূপে মহানুভাব পাণ্ডবগণের নিকটে অপরাধ করিয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত প্রস্থিত হইলেন। মহারাজ! তাঁহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাজার সহিত সঙ্গত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে যথা স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর, মহারথ পাণ্ডবেরা দ্রোণ-পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক সমরে তাঁহাকে জয় করিয়াছিলেন।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে একাদশ অধ্যায়। ১১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই সমস্ত সৈন্য হত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বৃদ্ধ পিতা হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইতেছেন শ্রবণ করিলেন, শ্রবণ করিবামাত্র তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত পুত্রশোকে নিতান্ত পীড়িত হইয়া সুত-শত-শোকাচ্ছন্ন শোচমান জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের নিকটে যাইতে লাগিলেন। মহানুভাব বীরবর কৃষ্ণ, যুযুধান ও যুযুৎসু তাঁহার অনুগামী হইলেন। শোক-কৃশাঙ্গী নিতান্ত দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদী, পাঞ্চাল-যোষিৎ ও আর আর যে সকল নারীগণ তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। হে ভরতসত্তম! যুধিষ্ঠির গঙ্গাসমীপে নারীগণকে, দুঃখার্ত্ত কুররী-কুলের ন্যায়, রোদন করিতে দেখিলেন, অভিমন্যু ও দুর্য্যোধন-প্রভৃতি পাণ্ডবদিগের প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করত ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া দুঃখিত-স্বরে রোদনকারিণী সেই সমস্ত সহস্র সহস্র রমণী-দ্বারা

এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিলেন, কৌরব নারীগণের সহিত গান্ধারীকে, বধূ কুন্তীকে এবং সেস্থানে অন্য অন্য যে সমস্ত যোষিৎ আছেন তাঁহাদিগকে অবিলম্বে লইয়া আইস, ধর্ম্মাত্মা নরপতি ধর্ম্মবিত্তম বিদুরকে এই রূপ বলিয়া শোকোপহত-চিত্তে যানের নিকট গমন করিলেন।

পুত্র শোকার্ত্তা গান্ধারী পতির আদেশানুসারে কুন্তী ও অন্যান্য নারীগণের সহিত যেস্থানে রাজা ছিলেন তথায় যাইতে লাগিলেন। নিতান্ত শোকসমন্বিত নারীগণ রাজার সন্নিহিত হইয়া পরস্পর আমন্ত্রণ করিয়া গমন করত উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বিদুর স্বয়ং সেই নারীগণ হইতে অধিকতর আর্ত্ত হইয়াও তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং সেই অশ্রুকণ্ঠী অবলাদিগকে যানে আরোহণ করাইয়া পুর হইতে নির্গত হইলেন।

অনন্তর, কৌরবগণের সমুদয় ভবনে রোদন ধ্বনি সমুত্থিত হইল, আবালবৃদ্ধসমন্বিত সমস্ত নগর শোকাক্রান্ত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে দেবতারাও যাঁহাদিগকে দেখিতে পান নাই, তৎকালে সেই বিধবা অবলাগণকে সাধারণ লোকে দর্শন করিল, নারীগণ মনোহর ভূষণ-সমুদয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এক বস্ত্র ধারণ করিয়া আলুলায়িত-কেশে অনাথিনীর ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। যুথপতি হত হইলে হরিণীগণ যেমন গিরিগুহা হইতে নির্গত হয়, শ্বেত পর্ব্বত স্বরূপ গৃহ সকল হইতে তাঁহারা তদ্রূপ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হে মহারাজ! সেই সমস্ত প্রধান প্রধান অঙ্গনাগণ অঙ্গণ মধ্যে বিচরণকারী অশ্বিনীগণের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বাহু-ধারণ-পূর্ব্বক পিতা, পুত্র ও ভ্রাতার জন্য রোদন করত প্রলয়কালের লোকক্ষয় বিষয় যেন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিলাপ ও রোদন করত গমন করিতে করিতে শোকোপহত চিত্তে কর্ত্তব্য বিষয় বিদিত হইতে পারিলেন না। যে সমস্ত যোষিদ্গণ পূর্ব্বে সখীগণের সন্নিধানেও লজ্জিত হইতেন, তাঁহারা শ্বশ্রূগণের সম্মুখে একবস্ত্র ও নির্লজ্জ হইলেন। রাজন্! সেই শোক বিহ্বলা অবলারা গুরুতর শোক সময়ে পরস্পর আশ্বাস প্রদান করত পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সহস্র সহস্র রোদনপরায়ণ রমণীগণ-দ্বারা পরিবৃত রাজা দীনবেশে রণস্থলে যাইবার উদ্দেশে নগর হইতে নির্গত হইলেন। শিল্পকর বণিক্ বৈশ্য ও সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মোপজীবি পৌরগণ রাজাকে অগ্রসর করিয়া নগরের বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সেই কুরুকুল সংক্ষয় কালে ক্রন্দনকারিণী আর্ত্তা কামিনীদিগের সুমহান্ রোদন ধ্বনি ত্রিভুবন ব্যথিত করত প্রাদুর্ভূত হইল। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে দহ্যমান জীবগণের অভাবের ন্যায় কি এই সময় উপস্থিত হইল? জীবগণ ইহাই জ্ঞান করিতে লাগিল। মহারাজ! কৌরবগণের ক্ষয় হইলে নিতান্ত অনুরক্ত পুরবাসি জনগণ একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিল।

সস্ত্রীক ধৃতরাষ্ট্রের নগর হইতে নির্গমন বিষয়ক

দশম অধ্যায়॥ ১০॥



বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা একক্রোশ পথ গমন করিয়া মহারথ সারদ্বত কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামাকে দেখিতে পাইলেন। মহারথেরা প্রজ্ঞাচক্ষু রাজাকে রোদন করিতে দেখিবামাত্র অশ্রুকণ্ঠে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বলিলেন, মহারাজ! আপনার পুত্র মহীপতি দুর্য্যোধন অনুচরগণের সহিত অতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম সমাধান করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দুর্য্যোধনের সৈন্যগণের মধ্যে আমরা তিনজন রথিমাত্র মুক্ত হইয়াছি, আপনকার আর আর সমস্ত সৈন্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য রাজাকে এই রূপ বলিয়া পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারীকে এই কথা বলিলেন,

দেবি! আপনকার পুত্রেরা অভীতভাবে যুদ্ধ করত অনেকানেক শত্রুগণকে নিহত করিয়া বীরোচিত কার্য্য সাধন-পূর্ব্বক নিধন লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা শস্ত্র-নির্জ্জিত পবিত্রলোক সকল প্রাপ্ত হইয়া ভাস্বর-দেহ অবলম্বন করত নিশ্চয়ই অমরের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন; শূরগণের মধ্যে যুদ্ধ করত কেহ পরাঙ্মুখ হন নাই; শস্ত্র-দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাচ কেহ শত্রুর নিকটে অঞ্জলি বন্ধন করেন নাই। প্রাচীনেরা সমরে শস্ত্র-দ্বারা নিধন লাভকেই পরম গতি কহিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগের জন্য শোক করা আপনার উচিত নহে।

হে রাজ্ঞি! তাঁহাদিগের শত্রু পাণ্ডবেরা বর্দ্ধিত হয় নাই। ভীমসেন-কর্ত্তৃক অধর্ম্ম অনুসারে আপনকার পুত্রকে নিহত শ্রবণ করিয়া অশ্বত্থামা-প্রভৃতি আমরা তিন জন যাহা করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। আমরা সুপ্তজন-সমন্বিত শিবির-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে বিমর্দ্দন করিয়াছি, ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি দ্রুপদের পুত্রগণ এবং পাঞ্চাল সকলকে নিহত করিয়াছি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে পাতিত করিয়াছি। আমরা তিন জন আপনকার পুত্রদিগের শত্রুগণের তাদৃশ ক্ষয় সাধন করিয়া ধাবমান হইয়াছি, রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না। সেই মহাধনুর্দ্ধর শূরবর পাণ্ডবেরা বৈর প্রতীকার করিবার বাসনায় অমর্ষ-পরবশ হইয়া অবিলম্বে আগমন করিবে। হে যশস্বিনি! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা পুত্রগণ নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া পদপ্রাপ্তির ইচ্ছায় শীঘ্রই আসিবে, তাহাদিগের তাদৃশ সংহার করিয়া আমরা এক্ষণে এস্থানে অবস্থান করিতে উৎসাহ করি না; অতএব রাজ্ঞি! আমাদিগকে গমন করিতে অনুমতি করুন, আপনি শোকে মনঃ সমাধান করিবেন না। মহারাজ! আপনিও আজ্ঞা প্রদান করুন এবং ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আপনি ক্ষাত্র-ধর্ম্মকে কেবল বিনাশাবসান দর্শন করুন।

হে ভারত! কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা এবং দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা ভাগীরথীর নিকটে মহানুভাব মনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ বলিয়া প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক দর্শন করত অবিলম্বে অশ্ব চালনা করিলেন। মহারাজ! তৎকালে মহারথেরা উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক তিন জন তিন দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্ম্মা নিজ রাজ্যে এবং অশ্বত্থামা ব্যাসাশ্রমে গমন করিলেন। সেই বীর-ত্রয় এইরূপে মহানুভাব পাণ্ডবগণের নিকটে অপরাধ করিয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত প্রস্থিত হইলেন। মহারাজ! তাঁহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাজার সহিত সঙ্গত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে যথা স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর, মহারথ পাণ্ডবেরা দ্রোণ-পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক সমরে তাঁহাকে জয় করিয়াছিলেন।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে একাদশ অধ্যায়। ১১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই সমস্ত সৈন্য হত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বৃদ্ধ পিতা হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইতেছেন শ্রবণ করিলেন, শ্রবণ করিবামাত্র তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত পুত্রশোকে নিতান্ত পীড়িত হইয়া সুত-শত-শোকাচ্ছন্ন শোচমান জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের নিকটে যাইতে লাগিলেন। মহানুভাব বীরবর কৃষ্ণ, যুযুধান ও যুযুৎসু তাঁহার অনুগামী হইলেন। শোক-কৃশাঙ্গী নিতান্ত দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদী, পাঞ্চাল-যোষিৎ ও আর আর যে সকল নারীগণ তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। হে ভরতসত্তম! যুধিষ্ঠির গঙ্গা-সমীপে নারীগণকে, দুঃখার্ত্ত কুররী-কুলের ন্যায়, রোদন করিতে দেখিলেন, অভিমন্যু ও দুর্য্যোধন-প্রভৃতি পাণ্ডবদিগের প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করত ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া দুঃখিত-স্বরে রোদনকারিণী সেই সমস্ত সহস্র সহস্র রমণী-দ্বারা

এই কথা বলিয়া পুনরায় বলিলেন, কৌরব নারী-গণের সহিত গান্ধারীকে, বধূ কুন্তীকে এবং সেস্থানে অন্য অন্য যে সমস্ত যোষিৎ,আছেন তাঁহাদিগকে অবিলম্বে লইয়া আইস, ধর্ম্মাত্মা নরপতি ধর্ম্মবিত্তম বিদুরকে এই রূপ বলিয়া শোকোপহত-চিত্তে যানের নিকট গমন করিলেন।

পুত্র শোকার্ত্তা গান্ধারী পতির আদেশানুসারে কুন্তী ও অন্যান্য নারীগণের সহিত যেস্থানে রাজা ছিলেন তথায় যাইতে লাগিলেন। নিতান্ত শোক-সমন্বিত নারীগণ রাজার সন্নিহিত হইয়া পরস্পর আমন্ত্রণ করিয়া গমন করত উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। বিদুর স্বয়ং সেই নারীগণ হইতে অধিক-তর আর্ত্ত হইয়াও তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং সেই অশ্রুকণ্ঠী অবলাদিগকে যানে আরোহণ করাইয়া পুর হইতে নির্গত হইলেন।

অনন্তর, কৌরবগণের সমুদয় ভবনে রোদন ধ্বনি সমুত্থিত হইল, আবালবৃদ্ধসমন্বিত সমস্ত নগর শোকাক্রান্ত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে দেবতারাও যাঁহা-দিগকে দেখিতে পান নাই, তৎকালে সেই বিধবা অবলাগণকে সাধারণ লোকে দর্শন করিল, নারীগণ মনোহর ভূষণ-সমুদয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এক বস্ত্র ধা-রণ করিয়া আলুলায়িত-কেশে অনাথিনীর ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। যূথপতি হত হইলে করিণীগণ যেমন গিরিগুহা হইতে নির্গত হয়, শ্বেত পর্ব্বত স্বরূপ গৃহ সকল হইতে তাঁহারা তদ্রূপ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হে মহারাজ! সেই সমস্ত প্র-ধান প্রধান অঙ্গনাগণ অঙ্গণ মধ্যে বিচরণকারী অশ্বিনীগণের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বাহু-ধারণ-পূর্ব্বক পিতা, পুত্র ও ভ্রাতার জন্য রোদন করত প্রলয়কালের লোকক্ষয় বিষয় যেন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিলাপ ও রোদন করত গমন করিতে করিতে শো-কোপহত চিত্তে কর্ত্তব্য বিষয় বিদিত হইতে পারি-লেন না। যে সমস্ত যোষিদ্গণ পূর্ব্বে সখীগণের সন্নিধানেও লজ্জিত হইতেন, তাঁহারা শ্বশ্রূগণের সম্মুখে একবস্ত্র ও নির্লজ্জ হইলেন। রাজন্! সেই শোক বিহ্বলা অবলারা গুরুতর শোক সময়ে পর-স্পর আশ্বাস প্রদান করত পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সহস্র সহস্র রোদনপরায়ণ রমণীগণ-দ্বারা পরিবৃত রাজা হীনবেশে রণস্থলে যাইবার উদ্দেশে নগর হইতে নির্গত হইলেন। শিল্পকর বণিক্ বৈশ্য ও সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মোপজীবি পৌরগণ রাজাকে অগ্রসর করিয়া নগরের বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সেই কুরুকুল সংক্ষয় কালে ক্রন্দনকারিণী আর্ত্তা কামিনীদিগের সুমহান্ রোদন ধ্বনি ত্রিভুবন ব্য-থিত করত প্রাদুর্ভূত হইল। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে দহ্যমান জীবগণের অভাবের ন্যায় কি এই সময় উপস্থিত হইল? জীবগণ ইহাই জ্ঞান করিতে লাগিল। মহারাজ! কৌরবগণের ক্ষয় হইলে নিতান্ত অনুরক্ত পুরবাসি জনগণ একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিল।

সস্ত্রীক ধৃতরাষ্ট্রের নগর হইতে নির্গমন বিষয়ক
দশম অধ্যায়॥ ১০॥



বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা একক্রোশ পথ গমন করিয়া মহারথ সারদ্বত কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামাকে দেখিতে পাইলেন। মহারথেরা প্রজ্ঞাচক্ষু রাজাকে রোদন করিতে দেখিবামাত্র অশ্রুকণ্ঠে নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বলিলেন, মহা-রাজ! আপনার পুত্র মহীপতি দুর্য্যোধন অনুচর-গণের সহিত অতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম সমাধান করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দুর্য্যোধনের সৈন্যগণের মধ্যে আমরা তিনজন রথি-মাত্র মুক্ত হইয়াছি, আপনকার আর আর সমস্ত সৈন্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য রাজাকে এই রূপ বলিয়া পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারীকে এই কথা বলিলেন,

দেবি! আপনকার পুত্রেরা অভীতভাবে যুদ্ধ করত অনেকানেক শত্রুগণকে নিহত করিয়া বীরোচিত কার্য্য সাধন-পূর্ব্বক নিধন লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা শস্ত্র-নির্জ্জিত পবিত্রলোক সকল প্রাপ্ত হইয়া ভাস্বর-দেহ অবলম্বন করত নিশ্চয়ই অমরের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন; শূরগণের মধ্যে যুদ্ধ করত কেহ পরাঙ্মুখ হন নাই; শস্ত্র-দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাচ কেহ শত্রুর নিকটে অঞ্জলি বন্ধন করেন নাই। প্রাচীনেরা সমরে শস্ত্র-দ্বারা নিধন লাভকেই পরম গতি কহিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগের জন্য শোক করা আপনার উচিত নহে।

হে রাজ্ঞি! তাঁহাদিগের শত্রু পাণ্ডবেরা বর্দ্ধিত হয় নাই। ভীমসেন-কর্ত্তৃক অধর্ম্ম অনুসারে আপনকার পুত্রকে নিহত শ্রবণ করিয়া অশ্বত্থামা-প্রভৃতি আমরা তিন জন যাহা করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। আমরা সুপ্তজন-সমন্বিত শিবির-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে বিমর্দ্দন করিয়াছি, ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি দ্রুপদের পুত্রগণ এবং পাঞ্চাল সকলকে নিহত করিয়াছি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে পাতিত করিয়াছি। আমরা তিন জন আপনকার পুত্রদিগের শত্রুগণের তাদৃশ ক্ষয় সাধন করিয়া ধাবমান হইয়াছি, রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না। সেই মহাধনুর্দ্ধর শূরবর পাণ্ডবেরা বৈর প্রতীকার করিবার বাসনায় অমর্ষ-পরবশ হইয়া অবিলম্বে আগমন করিবে। হে যশস্বিনি! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা পুত্রগণ নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া পদপ্রাপ্তির ইচ্ছায় শীঘ্রই আসিবে, তাহাদিগের তাদৃশ সংহার করিয়া আমরা এক্ষণে এস্থানে অবস্থান করিতে উৎসাহ করি না; অতএব রাজ্ঞি! আমাদিগকে গমন করিতে অনুমতি করুন, আপনি শোকে মনঃ সমাধান করিবেন না। মহারাজ! আপনিও আজ্ঞা প্রদান করুন এবং ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আপনি ক্ষাত্রধর্ম্মকে কেবল বিনাশাবসান দর্শন করুন।

হে ভারত! কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা এবং দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা ভাগীরথীর নিকটে মহানুভাব মনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ বলিয়া প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক দর্শন করত অবিলম্বে অশ্ব চালনা করিলেন। মহারাজ! তৎকালে মহারথেরা উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক তিন জন তিন দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্ম্মা নিজ রাজ্যে এবং অশ্বত্থামা ব্যাসাশ্রমে গমন করিলেন। সেই বীর-ত্রয় এইরূপে মহানুভাব পাণ্ডবগণের নিকটে অপরাধ করিয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত প্রস্থিত হইলেন। মহারাজ! তাঁহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাজার সহিত সঙ্গত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে যথা স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর, মহারথ পাণ্ডবেরা দ্রোণপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক সমরে তাঁহাকে জয় করিয়াছিলেন।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে একাদশ অধ্যায়। ১১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সেই সমস্ত সৈন্য হত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বৃদ্ধ পিতা হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইতেছেন শ্রবণ করিলেন, শ্রবণ করিবামাত্র তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত পুত্রশোকে নিতান্ত পীড়িত হইয়া সুত-শত-শোকাচ্ছন্ন শোচমান জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের নিকটে যাইতে লাগিলেন। মহানুভাব বীরবর কৃষ্ণ, যুযুধান ও যুযুৎসু তাঁহার অনুগামী হইলেন। শোক-কৃশাঙ্গী নিতান্ত দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদী, পাঞ্চাল-যোষিৎ ও আর আর যে সকল নারীগণ তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। হে ভরতসত্তম! যুধিষ্ঠির গঙ্গাসমীপে নারীগণকে, দুঃখার্ত্ত কুররী-কুলের ন্যায়, রোদন করিতে দেখিলেন, অভিমন্যু ও দুর্য্যোধন-প্রভৃতি পাণ্ডবদিগের প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করত ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া দুঃখিত-স্বরে রোদনকারিণী সেই সমস্ত সহস্র সহস্র রমণী-দ্বারা

রাজা পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপে আক্রোশ করিতেছেন যে, রাজা যখন পিতা, ভ্রাতা, গুরু, পুত্র ও সখা সকলকে বধ করিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞতা, সত্য ও অনৃশংসতা কোথায়? হে মহাবাহো! পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ ও জয়দ্রথকে হত করিয়া তোমার মন কি প্রকার হইয়াছে? হে ভারত! তুমি পিতা, ভ্রাতা, দুর্দ্ধর্ষ অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর তনয়গণকে দর্শন না করিয়া রাজ্য লইয়া কি করিবে? মহাবাহু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুররীর ন্যায় আক্রোশকারিণী সেই সমস্ত কামিনীকে অতিক্রম করিয়া জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর, অমিত্রকর্ষণ পাণ্ডবগণ ধর্ম্মানুসারে জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যকে অভিবাদন-পূর্ব্বক নিজ নিজ নাম নিবেদন করিলেন। পুত্রবধ-জনিত শোকার্ত্ত পিতা ধৃতরাষ্ট্র তখন অপ্রীত হইয়াও পুত্রগণের অন্তকর পাণ্ডু-তনয় যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিলেন। হে ভারত! দুষ্ট-স্বভাব ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মরাজকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া দহনেচ্ছু পাবকের ন্যায় ভীমসেনকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই কোপানল শোক-সমীরণ-দ্বারা সমিদ্ধ হইয়া ভীমসেন-স্বরূপ গহন কানন দগ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে, বোধ হইল। কৃষ্ণ তখন ভীমের প্রতি তাঁহার অশুভ সংকল্প অবগত হইয়া কর-দ্বারা তাঁহাকে দূরে অপসারিত করত রাজার নিকটে লৌহময় ভীমমূর্ত্তি প্রদান করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ জনার্দ্দন পূর্ব্বেই ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত ভাব অবগত হইয়া লৌহময় ভীম সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বলবান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর-যুগল-দ্বারা সেই লৌহময় ভীমসেনকে গ্রহণ করত তাহাকে প্রকৃত ভীমসেন জ্ঞান করিয়া ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। অযুত নাগসম বলশালী রাজা ধৃতরাষ্ট্র লৌহময় ভীমকে ভগ্ন করিয়া বক্ষঃস্থল মথিত হওয়ায় মুখ হইতে রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি পুষ্পিত শিখর পারিজাত তরুর ন্যায় রক্তাক্ত-কলেবরে ধরাতলে পতিত হইলেন, পতিত হইবামাত্র বিদ্বান্ গবল্গণ-তনয় তাঁহাকে ধারণ করিলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা করত বলিলেন, 'মহারাজ! এরূপ করিবেন না,' শোক-সমন্বিত মহামনা রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধ পরিত্যাগ করত 'হা ভীম! হা ভীম!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। পুরুষ-প্রবর বাসুদেব ভীমসেনের বধ জন্য পীড়িত রাজাকে ক্রোধ-রহিত জ্ঞান করিয়া এই কথা বলিলেন যে, 'মহারাজ! আপনি শোক করিবেন না, ভীম হত হয় নাই, ভীমের আয়সী প্রতিমাকে আপনি নিপাতিত করিয়াছেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে ক্রোধের বশীভূত জানিয়া মৃত্যুর দন্তের অন্তর্গত কুন্তী-নন্দন ভীমসেনকে দূরে প্রেরণ করিয়াছি। হে নৃপবর! আপনার তুল্য বলবান্ কেহই নাই। হে মহাবাহো! আপনার বাহুগ্রহণ কে সহ্য করিতে পারে? যেমন অন্তকের নিকটে গিয়া কেহ জীবিত হইয়া বিমুক্ত হয় না, তেমনি আপনার বাহু-দ্বয়ের অন্তর্গত হইয়া কেহ জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না; অতএব আপনার পুত্র যে ভীমের লৌহময়ী প্রতিমা করিয়াছিলেন, আমি আপনকার নিকটে তাহাই অর্পণ করিয়াছিলাম। হে রাজেন্দ্র! তৎকালে পুত্র-শোক-সন্তাপ-বশত আপনার মন ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়, এই জন্য আপনি ভীমসেনকে নিহত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু বৃকোদরকে বিনষ্ট করিতে আপনার সাধ্য নাই এবং আপনার পুত্রগণ কোন রূপেই জীবিত থাকিবার উপযুক্ত ছিলেন না; অতএব আমরা শান্তি কামনা করত যাহা করিয়াছিলাম, আপনি সেই সমস্ত বিষয়ে সম্মত হউন, শোকে মনঃ সমাধান করিবেন না।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে আয়স ভীম ভঙ্গে দ্বাদশ অধ্যায়। ১২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, পরিচারকগণ রাজাকে স্নান করাইবার জন্য তাঁহার নিকট উপ-

স্থিত হইল। স্নান সমাপ্তি হইলে মধুসূদন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! আপনি সমস্ত বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, পুরাণ ও রাজধর্ম্ম সমুদয় শ্রবণ করিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ বিদ্বান, মহাপ্রাজ্ঞ ও বলাবলে সমর্থ হইয়া আপনার অপরাধ-বিষয়ে কি কারণে ঈদৃশ ক্রোধ করিতেছেন? মহারাজ! আমি সেই সময়েই আপনাকে যাহা বলিয়াছিলাম এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও সঞ্জয় আপনাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আপনি তদনুসারে কার্য্য করেন নাই। হে কৌরব! তৎকালে আমরা সকলে আপনাকে নিবারণ করিলেও আপনি পাণ্ডবগণকে বল ও শৌর্য্য বিষয়ে প্রবল জানিয়াও আমাদিগের বাক্য প্রতিপালন করিলেন না। যে রাজা স্থিরবুদ্ধি হইয়া স্বয়ং দেশ কালের বিভাগ ও দোষ সমুদয় দর্শন করেন, তিনিই পরম শ্রেয় প্রাপ্ত হয়েন, আর যাহাকে শ্রেয়ো বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিলেও হিতাহিত গ্রহণ করে না, সে দুর্নীতি-বশম্বদ ও আপদগ্রস্ত হইয়া শোক করিয়া থাকে; অতএব হে ভারত! হে রাজন্! আপনি নিজ দুশ্চরিত বিষয় অবলোকন করুন। আপনি দুর্য্যোধনের বশীভূত হইয়া আপন স্বভাবকে আয়ত্ত রাখিতে পারেন নাই, আপনি আত্ম অপরাধ হেতু আপন্ন হইয়াছেন, অতএব ভীমকে হনন করিতে ইচ্ছা করেন কেন? এক্ষণে স্বীয় দুষ্কৃত স্মরণ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করুন। যে ক্ষুদ্রাশয় স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক পাঞ্চালীকে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, ভীমসেন বৈর প্রতীকারে বাসনা করত তাহাকে নিহত করিয়াছেন। হে শত্রুতাপন! পাণ্ডবগণকে নিরপরাধে যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আপনার ও দুরাত্মা পুত্রের সেই ব্যতিক্রম অবলোকন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জননাথ! কৃষ্ণ এইরূপে সমস্ত সত্য বাক্য কহিলে মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র দেবকীনন্দনকে বলিলেন, হে মহাবাহু ধর্ম্মাত্মন্ মাধব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ, পুত্র-স্নেহই আমাকে ধৈর্য্য হইতে বিচলিত করিয়াছে। পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম বলবান্ ভীমসেন ভাগ্যক্রমে তোমা-কর্তৃক রক্ষিত হইয়া আমার বাহুযুগলের অন্তরে প্রবিষ্ট হয় নাই। হে মাধব! এক্ষণে আমি অব্যগ্র ক্রোধ-হীন ও গত-জ্বর হইয়া মধ্যম পাণ্ডব বীর বৃকোদরকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি, পার্থিবেন্দ্রগণ হত ও শত পুত্র নিহত হওয়ায় পাণ্ডু-তনয় সকলে আমার সুখ ও সম্প্রীতি অবস্থিতি করিতেছে। অনন্তর, কুরুরাজ, ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও পুরুষপ্রবীর মাদ্রীসুত-দ্বয়ের গাত্র-স্পর্শ করিলেন, গাত্র স্পর্শ-পূর্ব্বক রোদন করত আশ্বাস প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র কোপ-বিমোচনে ত্রয়োদশ অধ্যায়॥ ১৩॥

---

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর, সেই কুরুশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ কেশবের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে সকলেই গান্ধারীর নিকটে গমন করিলেন। অনিন্দিতা পুত্র-শোকার্ত্তা গান্ধারী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করিতে অভিলাষিণী হইলেন। সত্যবতী-পুত্র মহর্ষি বেদব্যাস পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহার পাপ অভিপ্রায় বিদিত হইয়া প্রথমেই সতর্ক হইলেন। মনের ন্যায় বেগশালী মহর্ষি শুচি হইয়া পবিত্র-গন্ধযুক্ত গঙ্গাবারি স্পর্শ করিয়া গান্ধারীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তিনি দিব্যচক্ষু ও অনুদ্ধতচিত্ত-দ্বারা তখন সমস্ত প্রাণীর অভিপ্রায় অবলোকন করত সাবধানতা অবলম্বন করিলেন। কল্যাণবক্তা মহাতপা ব্যাসদেব শাপের সময় অতিবাহিত ও ক্ষমাকাল প্রকাশ করত সেই শোক সময়ে পুত্রবধূকে কহিলেন, 'গান্ধার-রাজ-তনয়ে! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি ক্রোধ করিও না, শান্তি অবলম্বন কর এবং শাপ-বাক্য নিগ্রহ করত আমার বাক্য শ্রবণ কর। তোমার পুত্র সমরে বিজয় বাসনা করত

অষ্টাদশ দিবস ক্রমাগত তোমাকে কহিয়াছিল, "মাতঃ! আমি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, এই সময় তুমি আমার জয় কামনা কর" হে গান্ধারি! জয়াভিলাষী পুত্র সময়ে সময়ে তোমার নিকট তাদৃশরূপে প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে বলিয়াছিলে, 'যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই জয়।' হে গান্ধারি! তুমি প্রাণিগণের হিত-সাধনে সতত অনুরাগবতী, তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাহা আমি স্মরণ করিতেছি, তোমার সেই অতীত বাক্যকে মিথ্যা করিতে বাসনা করি না; তুমুল সংগ্রাম সময়ে রাজা পরম সংশয়ে আরূঢ় হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণ-কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছে, অতএব নিশ্চয় বোধ হয়, তাহাদিগের পক্ষেই সমধিক ধর্ম্ম ছিল। হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি পূর্ব্বে ক্ষমাশীলা ছিলে, এক্ষণে কি জন্য ক্ষমা করিতে বিরতা রহিয়াছ? অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই জয় হইয়া থাকে। হে সত্যবাদিনি মনস্বিনি গান্ধারি! তুমি স্বীয় ধর্ম্ম ও উক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ কর, ক্রোধনা হইও না।

গান্ধারী কহিলেন, ভগবন্! আমি পাণ্ডবদিগকে অসূয়া বা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছি না, পুত্রশোক-বশত আমার অন্তঃকরণ অতিশয় বিহ্বল হইতেছে। পাণ্ডবগণকে রক্ষণাবেক্ষণ করা কুন্তীর যেরূপ কর্ত্তব্য, আমারও তদ্রূপ; আমি তাহাদিগকে যেরূপে রক্ষা করিব, কুরুরাজও তাহাদিগকে সেইরূপে রক্ষা করিবেন। দুর্য্যোধন এবং শকুনির অপরাধ জন্য কর্ণ ও দুঃশাসন-দ্বারা এই কুরুকুল ক্ষয় হইল; অর্জ্জুন, বৃকোদর, নকুল, সহদেব এবং রাজা যুধিষ্ঠির কখন অপরাধ করেন নাই। কৌরবেরা পরস্পর যুদ্ধ করত ছিদ্যমান হইয়া নিহত হইয়াছে, তাহাতে আমার অপ্রীতি নাই, কিন্তু বাসুদেবের সমক্ষে মহামনা ভীমসেন দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান করিয়া যে কর্ম্ম করিয়াছে এবং সে সময়ে বহুবিধরূপে বিচরণ করিতে থাকিলে এবং শিক্ষাবিষয়ে প্রধান হইলেও তাহার নাভির অধোভাগে যে প্রহার করিয়াছে, তাহাই আমার ক্রোধ বৃদ্ধির কারণ। শূরগণ প্রাণ রক্ষার জন্য মহানুভাব ধর্ম্মজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক সমুদ্দিষ্ট ধর্ম্মকে সমরে কি প্রকারে পরিত্যাগ করেন।

জলপ্রাদানিক পর্ব্বে গান্ধারী সান্ত্বনায়
চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১৪॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন তৎকালে গান্ধারীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া অনুনয়ের সহিত প্রত্যুত্তর করিলেন। 'আমি আত্মত্রাণ অভিলাষ করিয়া তৎকালে ত্রাস-বশত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যাহা কিছু করিয়াছি, আপনকার তাহা ক্ষমা করা উচিত। আপনকার মহাবল পুত্র ধর্ম্ম অনুসারে পতিত হয়েন নাই, ধর্ম্মত তাঁহাকে নিহত করিতে কাহারও সামর্থ্য ছিল না; এই জন্য আমি অন্যায় আচরণ করিয়াছি। পূর্ব্বে তিনিও অধর্ম্ম অনুসারে ধর্ম্মরাজকে জয় করিয়াছিলেন এবং সততই আমাদিগকে অবমানিত করিতেন, এই জন্যই আমি অন্যায় আচরণ করিয়াছি। সৈন্যের মধ্যে অবশিষ্ট একমাত্র সেই বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধদ্বারা আমাকে হত করিয়া রাজ্যহরণ না করেন, এই ভাবিয়া আমি এইরূপ কার্য্য করিয়াছি। একবস্ত্রা রজস্বলা রাজকন্যা পাঞ্চালীকে আপনার পুত্র যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ত আপনার বিদিত আছে? দুর্য্যোধনকে সংহার না করিয়া আমরা সসাগরা ধরা ভোগ করিতে সমর্থ হইব না, এই জন্য আমি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছি। আপনার পুত্র সভা-মধ্যে দ্রৌপদীকে যে নিজ বাম উরু প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় আচরণ করা হইয়াছিল। মাতঃ! আপনকার সেই দুরাচার পুত্র তৎকালেই আমাদিগের বধারূপে গণ্য হইয়াছিলেন, আমরা কেবল ধর্ম্মরাজের আজ্ঞানুসারে এত কাল নিয়মে নিবদ্ধ

ছিলাম। রাজ্ঞি! আপনকার পুত্রই এই মহৎ বৈর উদ্দীপিত করিয়াছিলেন এবং বহুকাল বনবাস করাইয়া আমাদিগকে ক্লেশ দিয়াছিলেন, সেই সকল কারণেই আমি এইরূপ করিয়াছি। আমি সমরে দুর্য্যোধনকে হত করিয়া শত্রুতার পার প্রাপ্ত হইলাম, রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, আমরাও অক্রোধ হইলাম।

গান্ধারী বলিলেন, বৎস! তুমি যখন আমার পুত্রকে প্রশংসা করিতেছ, তখন ইহা তাহার বধ বলিয়া গণ্য করা যায় না। তুমি আমার নিকট যাহা কহিতেছ, সে এই সমুদয়ই করিয়াছিল; কিন্তু হে বৃকোদর! বৃষসেন-কর্ত্তৃক নকুল হতাশ্ব হইলে তুমি যে দুঃশাসনের শরীরের শোণিত পান করিয়াছ, তাহা সাধু-বিগর্হিত অসাধু-জন-সেবিত ঘোরতর ক্রূর কর্ম্ম করা হইয়াছে, অতএব তাহা কিছু যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই।

ভীমসেন কহিলেন, মাতঃ! যখন অন্যের শোণিত পান করা বিহিত নহে, তখন আপনার রুধির কি রূপে পান করিব? আপনিও যে, ভ্রাতাও সে, তাহাতে কোন বিশেষ নাই; রুধির আমার দন্ত এবং ওষ্ঠাধর অতিক্রম করে নাই, তজ্জন্য আপনি শোক করিবেন না, কর্ণ তদ্বিষয় বিশেষ জানিতেন, আমার হস্ত-দ্বয়ই রক্তাক্ত হইয়াছিল। সমরে বৃষসেন-কর্ত্তৃক নকুলকে হতাশ্ব দেখিয়া আমি হর্ষান্বিত ভ্রাতৃগণের ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিলাম, দ্যূতক্রীড়া-কালে দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিলে আমি ক্রোধ-বশত যাহা কহিয়াছিলাম, তাহা আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। রাজ্ঞি! আমি সেই প্রতিজ্ঞা হইতে নিস্তার না পাইলে নিয়ত কাল ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হই, এই কারণেই সেই কার্য্য করিয়াছি। মাতঃ! এক্ষণে আমাকে দোষী বলিয়া শঙ্কা করা আপনার উচিত নহে; পূর্ব্বে আমরা যখন অনপরাধী ছিলাম তখন আপন পুত্রগণকে নিগ্রহ করেন নাই, এক্ষণে কেন আমাদিগকে দোষী করিতেছেন।

গান্ধারী কহিলেন, বৎস! তুমি এই বৃদ্ধ-যুগলের শত পুত্র নিহত করত অপরাজিত রহিয়াছ; কিন্তু আমরা হৃতরাজ্য ও বৃদ্ধ, আমাদিগের যে সন্তান তোমাদিগের নিকট অল্প অপরাধ করিয়াছিল, তাহাকে কেন অবশিষ্ট রাখিলে না? এই অন্ধ-দ্বয়ের একটিমাত্র যষ্টিকে কেন পরিত্যাগ করিলে না? তুমি আমার পুত্র সকলকে নিহত করিয়া যদি একটিকেও অবশিষ্ট রাখিতে তাহা হইলে আমার এই দুঃখ হইত না, তোমারও ধর্ম্ম আচরণ করা হইত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুত্র পৌত্র বধে পীড়িতা ক্রোধ-সমন্বিতা গান্ধারী ভীমসেনকে এইরূপ কহিয়া 'সেই রাজা যুধিষ্ঠির কোথায়?' জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির কম্পমান ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে এইরূপ মধুর বাক্যে কহিলেন, দেবি! আমি আপনার পুত্রহন্তা নৃশংস যুধিষ্ঠির, আমি পৃথিবী-নাশের হেতু হইয়া শাপার্হ হইয়াছি; অতএব আপনি আমাকে শাপ প্রদান করুন। আমি মূঢ় ও বন্ধু-দ্রোহী, তাদৃশ সুহৃৎ সকলকে হত করিয়া আমার জীবন, ধন বা রাজ্যে প্রয়োজন নাই। রাজা নিকটস্থ ও ভীত হইয়া এইরূপ বলিলে গান্ধারী অনবরত নিশ্বাস পরিত্যাগ করত তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। নরপতি যুধিষ্ঠির অবনত-দেহে দেবীর চরণ-দ্বয়ে পতিত হইতে প্রবৃত্ত হইলে দীর্ঘদর্শিনী ধর্ম্মজ্ঞা গান্ধারী নেত্রনিবদ্ধ পট্টবস্ত্রের প্রান্তভাগ-দ্বারা তাঁহার অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

অনন্তর, যে নৃপতি যুধিষ্ঠিরের নখর সকল রমণীয় ছিল, তিনি তখন কুনখী হইলেন। অর্জ্জুন তদ্দর্শনে বাসুদেবের পশ্চাৎভাগে গমন করিলেন। হে ভারত!

পাণ্ডবেরা এইরূপে ইতস্তত বিচলিত হইতে থাকিলে গান্ধারী ক্রোধ-হীনা হইয়া মাতার ন্যায় তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই বিশাল-বক্ষস্থল পাণ্ডবগণ একত্র হইয়া গান্ধারীর আদেশক্রমে বীর-জননী জননী কুন্তীর নিকটে গমন করিলেন। দেবী কুন্তী বহু কালের পর পুত্রগণকে দর্শন করত তাঁহাদিগের মনঃপীড়ায় পরিপ্লুত হইয়া বসনাঞ্চল-দ্বারা মুখ আবরণ-পূর্ব্বক অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি পুত্রগণের সহিত অশ্রুমোচন করিয়া তাঁহাদিগকে শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা বহু প্রকারে পরিক্ষত দেখিতে পাইলেন। তিনি একে একে পুত্রগণ ও হত-পুত্রা দ্রৌপদীকে স্পর্শ করত দুঃখার্ত্ত হইয়া শোক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, তিনি পাঞ্চাল-রাজ-নন্দিনীকে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে পতিত হইতে দেখিলেন। দ্রৌপদী তখন রোদন করত বলিলেন, আর্য্যে! অভিমন্যু এবং আপনকার সেই সকল পৌত্রেরা কোথায় গেল? বহু দিন হইল তাহারা আপনাকে দর্শন করিয়াছিল, অদ্য আর আপনকার নিকট আগমন করিতেছে না। আমি পুত্র-হীনা হইলাম! আমার রাজ্যে প্রয়োজন কি? হে মহারাজ! দ্রৌপদী এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে কুন্তী সেই বিশাল-নয়না বধূকে যথোচিত আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সেই শোকার্ত্তা রোদনপরায়ণা যাজ্ঞসেনীকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার সহিত পুত্রগণকে পশ্চাৎ করত দুঃখিনী গান্ধারীর নিকট গমন করিলেন।

গান্ধারী যশস্বিনী কুন্তীকে বধূর সহিত আর্ত্তভাবে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, বৎসে! তুমি এরূপ দুঃখার্ত্ত হইও না, আমাকেও দুঃখিত দেখিতেছ ত? আমার বোধ হয়, লোক-সকলের বিনাশের কারণ এই কালবিপর্য্যয় উদিত হইয়াছে; এই অবশ্যম্ভাবী লোমহর্ষণ জন-ক্ষয় স্বভাবত উপগত হইয়াছে। কৃষ্ণের অনুনয় অসিদ্ধ বিশেষত সেই অপরিহার্য্য বিষয় অতীত হইলে মহামতি বিদুর যে মহৎ বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে; অতএব তুমি আর শোক প্রকাশ করিও না। যাহারা সংগ্রামে নিধন লাভ করিয়াছে, তাহারা শোচনীয় নহে; তুমিও যেমন আমিও তেমন, অতএব কে আমাকে আশ্বাস দান করিবে? আমারই অপরাধে এই প্রধান বংশ বিনাশিত হইল।

পৃথাপুত্রদর্শনে পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৫।

জলপ্রাদানিক পর্ব্ব সমাপ্ত।



অথ স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গান্ধারী এইরূপ কহিয়া সেই স্থানে অবস্থান করত দিব্যচক্ষু-দ্বারা কৌরবগণের বধস্থান দর্শন করিতে লাগিলেন। সমানব্রতচারিণী উগ্রতপস্যাশালিনী সতত সত্যবাদিনী পতিব্রতা, পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নের বরদানপ্রভাবে দিব্যজ্ঞান ও দিব্যবল-সমন্বিতা সেই মহাভাগা বিবিধ বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই বুদ্ধিমতী নিকটস্থ বস্তু যেরূপ দর্শন করেন, সেইরূপ দূর হইতেই নরবীরগণের লোমহর্ষণ অদ্ভুত রণক্ষেত্র দর্শন করিলেন। সেই রণস্থল চতুর্দ্দিকে অস্থি ও কেশ সমূহ-দ্বারা পরিব্যাপ্ত, শোণিত-সমূহে পরিপ্লুত বহু সহস্র মৃত শরীর-দ্বারা আকীর্ণ, অশ্ব, গজ ও রথি-যোদ্ধাদিগের রুধিরাবিল শিরঃশূন্য শরীর এবং দেহ-হীন মস্তক-সমূহ-দ্বারা আবৃত; অশ্ব, গজ, নর ও নারীগণের চীৎকার-শব্দে সর্ব্ব দিকে পরিবৃত; শৃগাল, বৃক, কাক, কঙ্ক ও দ্রোণকাকগণ-দ্বারা নিষেবিত; নরখাদক রাক্ষসগণের আমোদ-জনন; কুরর পক্ষিকুল-দ্বারা সমাকুল; অশিব-সূচক শিবা-সমূহ-দ্বারা নিনাদিত এবং গৃধ্রনিবহ-দ্বারা নিষেবিত ছিল।

অনন্তর, মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবের আজ্ঞানুসারে বাসুদেবকে এবং যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি সেই সমস্ত পাণ্ডবগণ হতবন্ধু নরপতিকে পুরস্কৃত করিয়া কুরুনারী সকলকে লইয়া যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন।

পতিহীনা কুরু-কামিনীরা কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তথায় পতি, পুত্র, পিতা ও ভ্রাতা সকল নিহত হইয়া রহিয়াছেন; মাংসাশি শৃগাল, কাক, দ্রোণকাক, ভূত, পিশাচ, রাক্ষস ও বিবিধ নিশাচরগণ তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। নারীগণ তখন রুদ্রের ক্রীড়াভূমি-সন্নিভ সেই সমরস্থল দর্শন করিয়া রোদন করিতে করিতে মহামূল্য যান-সকল হইতে নিপতিত হইলেন। দুঃখার্ত্ত কুরু-নারীগণ যাহা কখনও দর্শন করেন নাই, তাহা প্রত্যক্ষ করত কেহ কেহ কাহারও গাত্রে অপরে ভূতলে পতিত হইলেন; কেহ কেহ এরূপ শ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের চেতনামাত্র ছিল না। পাঞ্চাল ও কুরু-নারীগণের সেই দর্শন মহৎ দুঃখ-জনক হইয়াছিল।

অনন্তর, দুঃখোপহত-চিত্ত যোষিদ্গণ-দ্বারা সর্ব্বদিকে অনুনাদিত অতি উগ্র রণস্থল এবং কৌরবদিগের নিধন দর্শন করিয়া দুঃখ-বশত ধর্ম্মজ্ঞা সুবলনন্দিনী গান্ধারী পুরুষোত্তম পুণ্ডরীকাক্ষকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, মাধব! আমার এই বিধবা বধূগণ আলুলায়িত-কেশে কুররী-কুলের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে দর্শন কর; ইহারা এই স্থলে সমাগত হইয়া ভরতশ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে স্মরণ করত যূথে যূথে পিতা, ভ্রাতা, পতি ও পুত্রগণের নিকট ধাবিত হইতেছে। হে মহাবাহো! যে স্থল জলন্ত অনলতুল্য ভীষ্ম, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রোণ, দ্রুপদ ও শল্য-প্রভৃতি পুরুষ-প্রবর-দ্বারা শোভিত ছিল, তাহাই এক্ষণে হত-পুত্রা বীর-জননী ও হত-বীরা বীর-পত্নীগণ-দ্বারা আবৃত হইয়াছে। ইহার কোন স্থান মহানুভাব যোদ্ধাদিগের কাঞ্চনময় কবচ, দিব্য মণি, অঙ্গদ, কেয়ূর ও বহুবিধ মাল্য-সমূহ-দ্বারা অলঙ্কৃত; কোন স্থল বীর-বাহু-বিমুক্ত শক্তি, পরিঘ, বিবিধ তীক্ষ্ণ খড়্গ ও শর-সহ শরাসন-সমূহ-দ্বারা সমাকীর্ণ; কোন স্থল মিলিতভাবে অবস্থিত ক্রীড়াকারী ও শয়ান বিবিধ মাংসাশি-সমূহ-দ্বারা সমাবৃত। হে বিভো! হে বীর! এই রণক্ষেত্র তুমি বিশেষরূপে দর্শন কর। হে জনার্দ্দন! আমি ইহা অবলোকন করত শোকানলে দগ্ধ হইতেছি। হে মধুসূদন! পাঞ্চাল ও কৌরবগণের বিনাশে আমি বিবেচনা করিতেছি যেন পঞ্চ ভূতেরই বিনাশ হইয়াছে। সহস্র সহস্র উগ্রতর সুপর্ণ ও গৃধ্র সকল সেই সমস্ত রক্তসিক্ত বীর-পুরুষদিগকে আকর্ষণ করিতেছে এবং তাহাদিগের কবচ ভেদ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিতেছে। জয়দ্রথ, কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং অভিমন্যুর যে বিনাশ হইবে ইহা কে চিন্তা করিতে পারিত? হে মধুসূদন! এক্ষণে আমি সেই সমস্ত অবধ্যকল্প বীরগণকে গৃধ্র, কঙ্ক, কাক, শ্যেন, কুকুর ও শৃগালগণের ভক্ষণীয় হইতে দেখিয়া অবসন্ন হইতেছি। দুর্য্যোধনের বশীভূত অমর্ষ-সম্পন্ন এই সমস্ত পুরুষ-প্রবরকে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত পাবকের ন্যায় অবলোকন কর। যাঁহারা কোমল ও নির্ম্মল শয্যায় শয়ন করিবার উপযুক্ত তাঁহারাই এক্ষণে বিপন্ন হইয়া অনাবৃত বসুধাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যাঁহারা নিয়ত যথাকালে স্তুতিকারি বন্দিগণ-কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইতেন, তাঁহারা এখন শিবাগণের ঘোরতর বিবিধ অশুভ রব শ্রবণ করিতেছেন, যে সমস্ত যশস্বি বীর-পুরুষেরা পূর্ব্বে অগুরুচন্দন-চর্চ্চিত-শরীরে বিচিত্র শয্যায় শয়ন করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা ধূলিরাশি-মধ্যে শয়ান রহিয়াছেন। এই সমস্ত গৃধ্র গোমায়ু বায়স ও ঘোররূপা শিবাসকল পুনঃপুন নিনাদ করত তাঁহাদিগের আভরণ সমুদয় আকর্ষণ করিতেছে। এই সমস্ত যুদ্ধাভিমানি বীরেরা জীবিত জনের ন্যায় প্রীত হইয়া শাণিত বাণ খড়্গ ও নির্ম্মল গদা সকল ধারণ করিয়া আছে; অনেকানেক সুরূপ ও সুন্দর-বর্ণ বৃষভ-সম বীরেরা হরিদ্বর্ণ মাল্য ধারণ করত ক্রব্যাদগণ-কর্ত্তৃক সংঘট্টিত হইয়া শয়ান রহিয়াছে। কোন কোন দীর্ঘবাহু শূরেরা দয়িতা রমণীর ন্যায় গদা আলিঙ্গন করত বিমুখ হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। হে জনার্দ্দন! অপরে কবচ ও বিমল আয়ুধ সকল ধারণ করিয়া আছে—বলিয়া ক্রব্যাদগণ

তাহাদিগকে জীবিত বোধে আক্রমণ করিতেছে না, অন্য অন্য মহানুভবগণ ক্রব্যাদগণ-কর্ত্তৃক আক্রুষ্ট হওয়ায় তাঁহাদিগের স্বর্ণময়ী বিচিত্র মালা সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে। এই সমস্ত সহস্র সহস্র শৃগাল নিহত-মহাত্মগণের কণ্ঠমধ্যগত হার সমুদয় আকর্ষণ করিতেছে। সুশিক্ষিত বন্দিগণ যাহাদিগকে সতত রজনীশেষে উৎকৃষ্ট স্তুতিবাদ-দ্বারা আনন্দিত করিত, এক্ষণে এই সমুদয় দুঃখ শোক-সমাকুল অঙ্গনাগণ তাহাদিগের জন্য দীনভাবে বিলাপ করিতেছে। হে কেশব! উত্তমা স্ত্রীগণের মনোহর মুখ-সকল পরিশুষ্ক হওয়ায় রক্তোৎপল বনের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। এই সমস্ত কুরু-নারীগণ রোদন হইতে উপরত হইয়া শোকসংক্ষুব্ধ-চিত্তে চিন্তা করত দুঃখিত-ভাবে নিজ নিজ নিহত পতি পুত্রের অভিমুখে গমন করিতেছে। কুরু-নারীগণের এই সমস্ত সুবর্ণ-সন্নিভ আদিত্যবর্ণ বদন সকল রোষ ও রোদন-বশত রক্তবর্ণ হইয়াছে, ইহাদিগের অসম্পূর্ণ বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া যোষিদ্গণ পরস্পরের ক্রন্দন-ধ্বনি অবগত হইতে সমর্থ হইতেছে না। এই সমস্ত যোষাগণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনঃপুন বিলাপ করিয়া বিশেষ-রূপে স্পন্দমান হইয়া দুঃখবশত জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। অনেকে আত্মীয়গণের মৃত-শরীর দর্শন করিয়া চীৎকার ও বিলাপ করিতেছে, অনেকানেক কোমলপাণি কমিনীরা মস্তকে করাঘাত করিতেছে। পরস্পর সংসক্ত স্তূপাকারে পতিত হস্ত মস্তক-প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ-দ্বারা আকীর্ণ মেদিনীতল শোভা পাইতেছে, নারীগণ ঘোরতর ক্রব্যাদগণের আনন্দ-বর্দ্ধন শিরঃশূন্য শরীর এবং দেহহীন শিরঃসমুদয় দর্শন করিয়া বহুক্ষণ মোহাভিভূত রহিয়াছে। কোন কোন কামিনী নিজ নিজ পতি পুত্রাদির মস্তক শরীরের সহিত সংযোজিত করত দর্শন করিতে করিতে অচেতন হইয়া তাহা প্রকৃত না হওয়ায় অপরের দেহ হইল জানিয়া 'ইহা ইহার নহে' বলিয়া দুঃখিত হইতেছে। অপরে অন্য অন্য ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ বাহু, উরু, চরণ ও শিখাশূন্য শিরঃসমুদয় সন্ধান করত অসুখিত হইয়া পুনঃপুন মূর্চ্ছিত হইতেছে। কোন কোন ভরতযোষিৎ পশু-পক্ষিগণ-কর্ত্তৃক উৎকর্ত্তন-পূর্ব্বক ভক্ষিত মস্তক-সমস্ত দর্শন করিয়া নিজ পতিদিগকে জানিতে সমর্থ হইতেছে না। হে মধুসূদন! অপরে পতি পুত্র পিতা ও ভ্রাতা-প্রভৃতিকে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া মস্তকে করাঘাত করিতেছে। মাংসশোণিত-কর্দ্দম-শালিনী পৃথিবী খড়্গ-সমন্বিত বাহু ও সকুণ্ডল-মস্তক-সমস্ত-দ্বারা অগম্য হইয়াছে। যে সমস্ত অনিন্দিত নারীগণ পূর্ব্বে কখন দুঃখ ভোগ করে নাই, তাহারা এক্ষণে পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণ দ্বারা পরিকীর্ণ ধরাতলে দুঃখের সহিত শয়ন করিতেছে। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রের সুকেশী পুত্রবধূগণকে অশ্বিনী-যুথের ন্যায় দর্শন কর। হে কেশব! ইহা হইতে আমার আর অধিকতর দুঃখ কি আছে যে, এই সমস্ত নারীগণ বহুরূপ রূপ ধারণ করিতেছে। হে কেশব! আমি যখন পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতা প্রভৃতিকে নিহত দেখিতেছি, তখন অবশ্যই পূর্ব্ব জন্মে মহাপাপ করিয়াছিলাম। দুঃখার্ত্তা গান্ধারী এইরূপ বিলাপ করত হত পুত্র দুর্য্যোধনকে দর্শন করিলেন।

স্ত্রীগণের যুদ্ধভূমি দর্শনে ষোড়শ অধ্যায়॥১৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন। অনন্তর, গান্ধারী দুর্য্যোধনকে দর্শন করত শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া বন-মধ্যে বিচ্ছিন্ন কদলীতরুর ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইলেন, তিনি কিয়ৎকালের পর সংজ্ঞালাভ-পূর্ব্বক পুনঃ পুন ক্রন্দন করত রক্তসিক্ত শয়ান সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি শোকার্ত্তা ও ব্যাকুল-চিত্তা হইয়া 'হা পুত্র হা পুত্র!' বলিয়া বিলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি শোক-তাপিত হইয়া তাঁহার হারনিষ্ক-

নিষেবিত গূঢ়জক্রু-যুক্ত বিপুল বক্ষঃস্থল নেত্রনির্গত বারি-দ্বারা সেচন করত সন্নিহিত হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন, হে বিভু বৃষ্ণি-নন্দন! জ্ঞাতিগণের ক্ষয়কর এই সমর উপস্থিত হইলে এই নৃপসত্তম কৃতাঞ্জলি হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, যে ‘ এই জ্ঞাতিক্ষয়কর সংগ্রামে আমার জয় হউক, জননি! আপনি এই কথা বলুন।’ দুর্য্যোধন এইরূপ বলিলে আমি পূর্ব্বেই নিজ বিপদ্ উপস্থিত হইবে জানিয়া বলিয়াছিলাম, হে নরবর! যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়। হে পুত্র! তুমি যখন যুদ্ধ করত মুগ্ধ হওনা তখন অবশ্যই অমরের ন্যায় শস্ত্রজিত-লোক-সকল প্রাপ্ত হইবে। আমি পূর্ব্বে পুত্রকে এইরূপ বলিয়াছিলাম বলিয়া ইহার জন্য শোক করিতেছি না, এক্ষণে হতবান্ধব শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্রের নিমিত্তই শোক প্রকাশ করিতেছি। হে মাধব! আমার অমর্ষণ যোদ্ধৃবর শিক্ষিতাস্ত্র যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সন্তান বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে দেখ। যে শত্রুতাপন মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাদিগের অগ্রগামী ছিল, এক্ষণে সেই দুর্য্যোধন ধূলিরাশির উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছে, অতএব কালের বিপর্য্যয় অবলোকন কর।

বীর দুর্য্যোধন অবশ্যই সুলভ গতি লাভ করিয়াছে; যেহেতু সে বীর-সেবিত শয়নে অভিমুখ হইয়া শয়ান রহিয়াছে। পূর্ব্বে বরাঙ্গনাগণ উপাসনা করত যাহাকে আনন্দিত করিত, সম্প্রতি বীর-শয্যায় প্রসুপ্ত সেই বীরকে অশিব-সূচক শিবা সকল পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে মনীষিগণ উপাসনা করত যাহাকে আনন্দিত করিতেন, এক্ষণে সেই ধরাতলস্থ নিহত পুত্রকে গৃধ্রগণ উপাসনা করিতেছে। পূর্ব্বে রমণীগণ যাহাকে রমণীয় ব্যজন-দ্বারা বীজন করিত এক্ষণে পক্ষিগণ পক্ষরূপ ব্যজন-দ্বারা তাহাকে উপবীজিত করিতেছে। এই সত্যবিক্রম বলবান্ মহাবাহু সিংহ-কর্ত্তৃক নিহত গজেন্দ্রের ন্যায় সমরে ভীমসেন-কর্ত্তৃক পাতিত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিহত রুধিরসিক্ত ভরতকুল-নন্দন দুর্য্যোধন গদা আলিঙ্গন করত শয়ন করিয়া আছে দর্শন কর।

হে কেশব! পূর্ব্বে যে মহাবাহু সমরে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছিল, সে দুর্নীতিবশত নিধন প্রাপ্ত হইল। সিংহ-কর্ত্তৃক নিপাতিত শার্দ্দূল-সম এই মহাধনুর্দ্ধর মহারথ দুর্য্যোধন ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে; এই মন্দভাগ্য মূর্খ বালক বিদুর এবং পিতাকে অবমান করিয়া বৃদ্ধজনের অবমান জন্য মৃত্যুর বশীভূত হইল। ত্রয়োদশ বৎসর পৃথিবী যাহার হস্তে থাকিয়া নিঃসপত্ন হইয়াছিল, আমার সেই মহীপাল পুত্র নিহত হইয়া মহীতলে শয়ন করিয়াছে।

হে বৃষ্ণিকুল-নন্দন কৃষ্ণ! এই পৃথিবী, গো, অশ্ব, মাতঙ্গগণে পরিপূর্ণ হইয়া দুর্য্যোধনের শাসনে ছিল, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল দেখিতে পাইলাম না। হে মহাবাহু মাধব! এক্ষণে আমি সেই গো-অশ্ব-হস্তিহীনা পৃথিবীকে অন্য-কর্ত্তৃক শাসিত দেখিতেছি, তবে আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি? দেখ, এই সকল রমণী যে, রণে হত শূর সকলকে সেবা করিতেছে, ইহা আমার সুতনাশ হইতেও অতিশয় ক্লেশকর।

হে কৃষ্ণ! সুবর্ণবেদী-সদৃশী সুমধ্যমা দুর্য্যোধনের সুন্দর-ক্রোড়গামিনী আলুলায়িত-কেশা লক্ষ্মণের জননীকে নিরীক্ষণ কর। মহাবাহু দুর্য্যোধন জীবিত-সত্ত্বে এই মনস্বিনী অবশ্যই তাহার ভুজ-যুগল অবলম্বন করত ক্রীড়া করিয়া থাকিবে। পুত্রের সহিত পুত্রকে সমরে নিহত দেখিয়া আমার এই হৃদয় কেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না, এই অনিন্দিতা বামোরু বনিতা রুধিরসিক্ত পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিতেছে এবং করতল-দ্বারা দুর্য্যোধনের অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দিতেছে। এই মনস্বিনী পতি ও পুত্রের জন্য শোক প্রকাশ এবং পুত্রকে পুনঃ পুন নিরীক্ষণ করত শোভা পাইতেছে, হে মাধব! এই বিশাল-নয়না নিজ শিরে করাঘাত করিয়া বীরবর কুরুরাজের

বক্ষঃস্থলে পতিত হইতেছে। পুণ্ডরীক-সম-প্রভা এই তপস্বিনী পতি ও পুত্রের পুণ্ডরীক-তুল্য-মুখমণ্ডল মার্জ্জন করত পুণ্ডরীকের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। যদি আগম ও শ্রুতি সকল বর্ত্তমান থাকে তবে অবশ্যই এই নরপতি নিজ বাহুবলে উপার্জ্জিত লোক-সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গান্ধারীর দুর্য্যোধন দর্শনে সপ্তদশ অধ্যায়॥ ১৭॥

গান্ধারী কহিলেন, হে মাধব! দেখ আমার শ্রম-জয়ী শতপুত্রের মধ্যে অধিকাংশকেই সমরে ভীমসেন গদাঘাত-দ্বারা নিহত করিয়াছে, অদ্য আমার ইহাই অধিকতর দুঃখকর যে, এই সকল পুত্রহীনা বধূরা মুক্তকেশী হইয়া রণস্থলে ধাবিত হইতেছে। যাহারা বিভূষিত চরণ-দ্বারা প্রাসাদতলে বিচরণ করিত এখন তাহারা আপদাপন্ন হইয়া রুধিরার্দ্র-ধরাতল স্পর্শ করত গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণকে উৎসারিত করিতেছে এবং কেহ কেহ শোকার্ত্ত হইয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে, কেহ বা উন্মত্তার ন্যায় বিচরণ করিতেছে। এই মুষ্টিমিত-মধ্যমা অনিন্দনীয়া অবলা ঘোর বিপদ নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াও পতিত হয় নাই। হে মহাবাহো! এই রাজকন্যা রাজমহিষী লক্ষ্মণের মাতাকে দেখিয়া আমার মন শান্ত হইতেছে না। ইহারা কেহ কেহ ভ্রাতা সকলকে কেহ কেহ পতিগণকে কেহ কেহ পুত্র সমুদয়কে নিহত দেখিয়া তাহাদিগের বাহু সমুদায় গ্রহণ করত ধরাতলে পতিত হইতেছে।

হে বিজয়িন্! এই দারুণ বিপদ-কালে স্বজনহীনা মধ্যমা ও বৃদ্ধা নারীগণের রোদন-ধ্বনি শ্রবণ কর। হে মহাবল! শ্রম ও মোহে পীড়িতা অবলারা রথনীড় ও হত গজ-বাজিগণের দেহ সমুদয় অবলম্বন করত অবস্থান করিতেছে অবলোকন কর। হে কৃষ্ণ! অন্য অবলা নিজ বন্ধুর দেহ হইতে অপহৃত সুচারু-কুণ্ডল-মণ্ডিত সমুন্নত-নাসিকা-যুক্ত মুখমণ্ডল গ্রহণ করত অবস্থিতি করিতেছে দর্শন কর। হে নিষ্পাপ! এই অনিন্দনীয় নারীগণ এবং অল্পবুদ্ধি আমি পূর্ব্বজন্মে যে পাপ করিয়াছিলাম বোধ হয়, তাহা অল্প নহে।

হে বৃষ্ণিকুল-নন্দন জনার্দ্দন! যদিও ধর্ম্মরাজ আমাদিগের সমুদয় বন্ধুবান্ধবগণের বিনাশ-সাধন করিয়াছেন, তথাপি আমাদিগের শুভাশুভ কর্ম্মের নাশ হয় নাই। হে মাধব! এই দেখ নবযৌবনা সুচারুকুচ ও উদর-শোভিতা সৎকুলজাতা লজ্জাবতী কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ্মচক্ষু ও কেশশালিনী হংসের ন্যায় গদ্গদভাষিণী কামিনীরা শোকদুঃখে বিমোহিত হইয়া সারসীর ন্যায় ধ্বনি করত ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! সূর্য্যদেব এই যোষিদ্গণের প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় প্রকাশমান অনিন্দিত মুখমণ্ডল সকল তাপিত করিতেছেন।

হে বাসুদেব! আমার মত্তমাতঙ্গ-তুল্য দর্পশালি ঈর্ষা-সমন্বিত পুত্রগণের পরিজনদিগকে এক্ষণে সাধারণ জনগণ দর্শন করিতেছে। হে গোবিন্দ! আমার পুত্রগণের শতচন্দ্রশোভিত চর্ম্ম, আদিত্য-সন্নিভ ধ্বজ, সুবর্ণময় বর্ম্ম, কাঞ্চন-নির্ম্মিত নিষ্ক এবং এই শীর্ষত্রাণ সমুদয় ধরাতলে যেন সম্যক্ হুত প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় পতিত রহিয়াছে অবলোকন কর।

সমরে শত্রুঘাতি শূর ভীমসেন যাহার সর্ব্বশরীরের শোণিত পান করিয়া নিপাত করিয়াছে, এই সেই দুঃশাসন শয়ান রহিয়াছে। হে মাধব! ভীম দ্রৌপদীর বাক্য ও দ্যূতক্রীড়ার ক্লেশ-সকল স্মরণ করিয়া গদা-দ্বারা আমার পুত্রের যে অবস্থা করিয়াছে তাহা দর্শন কর। হে জনার্দ্দন! এই দুঃশাসন ভ্রাতা ও কর্ণের প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া সভা-মধ্যে দ্যূত-নির্জ্জিতা দ্রৌপদীকে বলিয়াছিল যে, 'পাঞ্চালি! তুমি আমাদিগের দাস-ভার্য্যা অতএব সহদেব, নকুল ও অর্জ্জুনের সহিত শীঘ্র আমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর' হে কৃষ্ণ! তাহার এই কথার পর সেই সময় আমি রাজা দুর্য্যোধনকে

বলিয়াছিলাম যে, 'বৎস! তুমি মৃত্যুপাশ-দ্বারা আবদ্ধ শকুনিকে পরিত্যাগ কর, এই কলহ-প্রিয় মাতুলকে অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধি জ্ঞান কর, হে পুত্র! তুমি অবিলম্বে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত শান্তিস্থাপন কর, রে দুর্ব্বুদ্ধে! উল্কা-দ্বারা কুঞ্জরকে পীড়িত করার ন্যায় তুমি তীক্ষ্ণতর বাক্য-রূপ নারাচ-দ্বারা অমর্ষণ ভীমসেনকে যে পীড়িত করিতেছ তাহা বুঝিতে পার না? আমি এই সকল কথা বলিলেও দুর্য্যোধন দুর্ব্বুদ্ধি-বশত সর্প যেমন বৃষভের প্রতি বিষ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডবগণকে মনে মনে ক্রুদ্ধ জানিয়াও তাহাদের প্রতি বাক্য-স্বরূপ শল্য নিক্ষেপ করিয়াছিল। মহা-গজ যেমন সিংহ-কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেইরূপ ভীম-সেন-কর্ত্তৃক নিহত এই দুঃশাসন বিপুল-ভুজযুগল প্রসারণ করত শয়ন করিয়া রহিয়াছে। অমর্ষণ ভীমসেন সমরে নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া যে দুঃ-শাসনের শোণিত পান করিয়াছে তাহা অতি ভয়-ঙ্কর কর্ম্ম।

গান্ধারীবিলাপে অষ্টাদশ অধ্যায়। ১৮।

গান্ধারী কহিলেন, হে মাধব! আমার প্রাজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত পুত্র বিকর্ণ ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিহত ও শতধাকৃত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছে। হে মধুসূদন! বিকর্ণ গজ-মধ্যে হত হইয়া নীলবর্ণ মেঘে পরিবেষ্টিত শরৎকালের শশধরের ন্যায় শয়ন করি-য়া আছে। ইহার এই তলত্র-যুক্ত হস্ত শরাসন ধারণ-বশত অতিশয় কিণাঙ্কিত হওয়ায় ভক্ষণার্থি গৃধ্রগণ-কর্ত্তৃক অতি কষ্টে ছিন্ন হইতেছে। হে মাধব! ইহার এই দুঃখিনী ভার্য্যা আমিষাভি-লাষি গৃধ্রগণকে নিরন্তর নিবারণ করিতেছে, কিন্তু সমর্থ হইতেছে না। হে পুরুষোত্তম মাধব! দেব-তুল্য যুবা শূর বিকর্ণ সুখভোগে উপযুক্ত হইয়া চির-কাল সুখে বাস করিয়াছিল, এক্ষণে সে ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে; সমরে কর্ণি, নালীক ও না-রাচ-দ্বারা ইহার মর্ম্ম ভেদ হইলেও এই ভরত-সত্তম এখনও শ্রীহীন হয় নাই। সংগ্রামশূর ভীম-সেন প্রতিজ্ঞা পালন করিবে বলিয়া সমরে এই অরিকুল-হন্তা দুর্ম্মুখকে নিহত করায় এ, এক্ষণে অভিমুখ হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। বৎস কৃষ্ণ! ইহার এই মুখমণ্ডল শ্বাপদগণ-কর্ত্তৃক অর্দ্ধ-ভক্ষিত হওয়ায় সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। হে কৃষ্ণ! আমার যে সন্তান সমরে অতিশয় শূর ছিল, তাহার মুখের অবস্থা অবলোকন কর; সে কেন অমিত্রগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ধূলিরাশি গ্রাস করিতেছে? হে প্রিয়দর্শন! সমরে যাহার সম্মুখ-বর্ত্তী ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই সুরলোক-বিজয়ী দুর্ম্মুখ কেন শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইল!

হে মধুসূদন! ধনুর্দ্ধরগণের উপমান-স্বরূপ ধৃতরাষ্ট্র-নন্দন নিহত চিত্রসেন ভূমিতলে শয়ান রহিয়াছে দেখ। বিচিত্র মাল্য ও আভরণ-ভূষিত এই বীরকে শোকাক্রান্ত যুবতিগণ রোদন করত ক্রব্যাদ-সমূহের সহিত উপাসনা করিতেছে। হে কৃষ্ণ! স্ত্রীগণের রোদন-ধ্বনি এবং শ্বাপদ সকলের বিচিত্র গর্জ্জন আ-মার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে।

হে মাধব! দেব-তুল্য যুবা এই বিবিংশতি সতত উত্তমাস্ত্রীগণ-দ্বারা সেবিত হইত, এক্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া ধূলিরাশি মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। শর-দ্বারা ছিন্নবর্ম্মা সমরে হত বীর বিবিংশতিকে বিংশতির অধিক গৃধ্রগণ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই বীর সমরে পাণ্ডবগণের সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সৎপুরুষোচিত বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! বিবিংশতির ঈষৎ হাস্যযুক্ত সুন্দর নাসিকা ও ভ্রূসমন্বিত সুধাকর সম অতীব শুভ্র বদন অবলোকন কর।

পূর্ব্বে ক্রীড়াকারি গন্ধর্ব্ব-সম যাহাকে সহস্র সহস্র দেবকন্যা সদৃশ অপ্সরোগণ উপাসনা করিত, যে বীর সেনা-সকলের হন্তা, শূর, সমর-শোভাকর ও শত্রু-সকলের উন্মূলন-কারী সেই দুঃসহকে কে

সহ্য করিতে পারিত? স্বীয় শরীর হইতে সমুৎপন্ন প্রফুল্ল কর্ণিকার-তরুনিকর-দ্বারা আবৃত শৈল যেমন শোভা পায়, শরসমূহ দ্বারা সমাবৃত দুঃসহের শরীর সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে। শ্বেত-পর্ব্বত যেমন পাবক-দ্বারা শোভা পায় দুঃসহ গতপ্রাণ হইয়াও স্বর্ণময়ী মালা ও দীপ্তিশালী কবচ-দ্বারা সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে।

গান্ধারীবিলাপে একোনবিংশতি অধ্যায়॥ ১৯॥



গান্ধারী কহিলেন, হে কেশব! লোকে উন্মত্ত-সিংহসম যে অভিমন্যুকে বল ও শৌর্য্য-বিষয়ে তোমার ও তাহার পিতার অর্দ্ধাধিক গুণে বিভূষিত বলিত, যে একাকী আমার পুত্রের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়াছিল, সে অন্যের মৃত্যুস্বরূপ হইয়াও স্বয়ং মৃত্যুর বশীভূত হইল। হে কৃষ্ণ! সেই অপরিমিত তেজস্বী অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যু হত হইলেও তাহার উজ্জ্বল প্রভা শান্ত হয় নাই দেখিতেছি। এই অনিন্দনীয়া বালিকা বিরাট-দুহিতা ধনঞ্জয়ের পুত্রবধূ দুঃখিতা হইয়া বীর পতিকে দর্শন করিয়া শোক প্রকাশ করিতেছে। হে কৃষ্ণ! এই অভিমন্যুর ভার্য্যা বিরাট-নন্দিনী পতির নিকটে উপবিষ্ট হইয়া কোমল করতলদ্বারা পতির অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছে। এই কমনীয় রূপবতী ভাবিনী মনস্বিনী সেই সুভদ্রা-সুতের সুন্দর গ্রীবা-সমন্বিত প্রফুল্ল কমলাকার মুখ-মণ্ডল আঘ্রাণ করত আলিঙ্গন করিতেছে। হে বীর! পূর্ব্বে এই বালা মধুমদে মূর্চ্ছিতা হইয়া ইহার নিকট লজ্জিতা হইত, এক্ষণে ইহার রক্তসিক্ত সুবর্ণ-পরিষ্কৃত কবচ বিমোচন করত সর্ব্ব শরীর নিরীক্ষণ করিতেছে। হে কৃষ্ণ! এই অবলা নিজ পতিকে নিরীক্ষণ করত তোমাকে বলিতেছে ‘হে পুণ্ডরীকাক্ষ! এই তোমার সদৃশ পুণ্ডরীক-নয়ন নিপাতিত হইয়াছেন, হে নিষ্পাপ! যিনি বল, বীর্য্য, রূপ ও তেজে তোমার তুল্য ছিলেন, তিনিই এখন নিপাতিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, যিনি নিতান্ত সুকুমার বলিয়া সতত রাঙ্কব ও অজিন-মধ্যে শয়ন করিতেন, এক্ষণে তাঁহার শরীর ভূতলে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া তোমার পরিতাপ হইতেছে না?”

“হে নাথ! তোমার যে ভুজ-দ্বয় মাতঙ্গ-ভুজ-সদৃশ, জ্যাক্ষেপ-দ্বারা যাহার ত্বক্ কঠিন হইয়াছিল, সেই কাঞ্চনবর্ম্ম-বিভূষিত বিপুল ভুজযুগল নিক্ষেপ করিয়া তুমি ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? তুমি বহুবিধ ব্যায়াম করিয়া যেন সুখে নিদ্রা যাইতেছ, আমি শোকার্ত্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছি, আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না। পূর্ব্বে তুমি দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া সম্ভাষণ করিতে, এক্ষণে আমি তোমার কোন অপরাধ স্মরণ না করিলেও তুমি কেন আমার সহিত আলাপ করিতে বিরত রহিয়াছ। আর্য্য! তুমি আর্য্যা সুভদ্রা এই সমস্ত দেব-তুল্য পিতৃগণ এবং এই দুঃখার্ত্তা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে?”

দুঃখিনী উত্তরা প্রিয়তমের শোণিতলিপ্ত কেশ-সমুদয় কর দ্বারা সংযত করিয়া ক্রোড়-মধ্যে তাঁহার মুখমণ্ডল অর্পণ করত জীবন্তের ন্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। “নাথ! তুমি বাসুদেবের ভাগিনেয়, গাণ্ডীবধারীর পুত্র, তুমি রণ-মধ্যে অবস্থিত হইলে এই সকল মহারথেরা কি-প্রকারে তোমাকে নিহত করিলেন? যাহারা তোমাকে বাসনার্ণবে নিমগ্ন করিয়াছে সেই সমস্ত ক্রূর-কর্ম্মকারী কৃপ, কর্ণ, জয়দ্রথ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামাকে ধিক্ থাকুক্। তুমি একাকী অথচ বালক, আমার দুঃখের নিমিত্ত তোমাকে পরিবেষ্টন করিয়া যাহারা নিহত করিয়াছে সেই সমস্ত রথিগণের মন তখন কিরূপ হইয়াছিল? হে বীর! তুমি নাথবান্ হইয়া অনাথের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সমক্ষে কিরূপে তাদৃশ নিধন প্রাপ্ত হইলে? সেই পুরুষ-প্রবর বীর-পিতা বীর পাণ্ডুকুল-ধুরন্ধর তোমাকে সমরে বহুরথি-কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া কিপ্রকারে

জীবন ধারণ করিবেন? হে কমল-লোচন! বিপুল রাজ্য লাভ বা, শত্রুগণের পরাভব তোমা-ব্যতিরেকে পাণ্ডবদিগের প্রীতি বিধান করিবে না। হে নাথ! আমি ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-দ্বারা অবিলম্বে তোমার শস্ত্রজিত-লোকে অনুগমন করিব, তুমি তথায় আমাকে প্রতিপালন করিও। কাল আগত না হইলে কোনব্যক্তি মৃত্যুবশীভূত হয় না, যেহেতু এই দুর্ভগা তোমাকে সমরে হত দেখিয়াও জীবিত রহিয়াছে। হে নরবর! তুমি পিতৃলোকে গমন করিয়া সুমধুর সস্মিতবচনে এক্ষণে আমার ন্যায় আর কাহাকে সম্ভাষণ করিবে? আমার বোধ হয় তুমি স্বর্গে সৌন্দর্য্য ও সস্মিত-বচনে অপ্সরোগণের মন মথন করিবে। হে নাথ! তুমি পুণ্যবলে উপার্জ্জিত লোক সকল প্রাপ্তি-পূর্ব্বক অপ্সরাদিগের সহিত সঙ্গত হইয়া বিহার করত যথাকালে আমার সুকৃত সকল স্মরণ করিও। হে বীর! ইহলোকে এই ছয় মাস মাত্র আমার সহিত তোমার সহবাস বিহিত হইয়াছিল, সপ্তম মাসে তুমি নিধন লাভ করিলে।”

বিফল-সংকল্পা দুঃখিতা উত্তরা এই সকল বিলাপ-বাক্য বলিতে থাকিলে মৎস্যরাজের কুলকামিনীগণ তাঁহাকে তথা হইতে লইয়া গেলেন। তাঁহারা উত্তরাকে অভিমন্যুর নিকট হইতে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া বিরাটরাজকে নিহত দর্শনে স্বয়ং নিতান্ত আর্ত্ত হইয়া রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! দ্রোণাচার্য্যের শর-দ্বারা নিহত রক্ত-সিক্ত-কলেবরে শয়ান বিরাটরাজের নিকটে এই সমস্ত গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণ চীৎকার করিতেছে, —অসিত-নয়না অবলারা অবশ ও আতুর হইয়া বিরাটের নিকটে বিহগগণের চীৎকার-ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিলেন না। হে মাধব! দেখ, এই সমস্ত আতপতাপিতা আয়াস ও শ্রম-বশত বিবর্ণ-বদনা যোষিৎদিগের শরীর দগ্ধ হইতেছে, এই সমরভূমির অগ্রভাগে উত্তর, অভিমন্যু, কাম্বোজ দেশীয় সুদক্ষিণ, লক্ষ্মণ ও সুদর্শন এই কয়েক জন বালক নিহত হইয়াছে অবলোকন কর।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী বাক্যে বিংশতি অধ্যায়। ২০॥



গান্ধারী কহিলেন, এই প্রজ্বলিত অনল তুল্য মহাধনুর্দ্ধর মহাবল সূর্য্য-তনয় সমরে ধনঞ্জয়ের তেজঃপ্রভাবে প্রশান্ত হইয়া শয়ন করিয়াছে। দেখ, বৈকর্ত্তন কর্ণ বহু অতিরথকে নিহত করিয়া এক্ষণে শোণিত-সমূহে পরিপ্লুত-শরীরে ধরাতলে শয়ান রহিয়াছে। এই অমর্ষশালী দীর্ঘ রোষ-সম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর শূরবর মহারথ সমরে গাণ্ডীবধারি-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শয়ান হইয়াছে। মাতঙ্গগণ যেমন যূথপতিকে অগ্রসর করিয়া যুদ্ধ করে, সেইরূপ আমার মহারথ পুত্রগণ পাণ্ডবদিগের ত্রাস-বশত যাহাকে অগ্রসর করত যুদ্ধ করিত, সিংহ-কর্ত্তৃক শার্দ্দূল এবং মত্ত মাতঙ্গ-কর্ত্তৃক নিহত মাতঙ্গের ন্যায়, সেই কর্ণ এখন সমরে সব্যসাচি-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছে। হে নরবর! এই আলুলায়িত-কেশা অবলারা রোদন করত সমাগত হইয়া সমরে নিহত শূরবরকে সেবা করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সতত যাঁহা হইতে উদ্বিগ্ন ছিলেন, ত্রয়োদশ বৎসর যাঁহাকে চিন্তা করত নিদ্রা লাভ করেন নাই, ইন্দ্রের ন্যায় যিনি সমরে শত্রুগণের অনাক্রমণীয়, প্রলয়-কালের অনলের ন্যায় তেজস্বী, হিমালয়ের ন্যায় স্থৈর্য্যশালী হে মাধব! সেই বীরবর কর্ণ দুর্য্যোধনের রক্ষক হইয়া বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। কৃষ্ণ! দেখ, কর্ণের পত্নী বৃষসেনের জননী করুণ-স্বরে বিলাপ ও রোদন করত ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। হে কর্ণ! এই পৃথিবী যখন তোমার রথচক্র গ্রাস করিয়াছিল, তখন নিশ্চয় বোধ হয়, তোমার আচার্য্যের শাপ প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই কারণ-বশতই যুদ্ধ স্থলে বিপক্ষগণের মধ্যে ধনঞ্জয় শর-দ্বারা তোমার

মস্তক হরণ করিয়াছে। হা ধিক্! হা ধিক্! এই নিতান্ত দুঃখিতা সুষেণ-মাতা রোদন করত সুবর্ণ-নিষ্ক-বিভূষিত মহাবাহু মহাসত্ত্ব কর্ণকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক গত-চেতন হইয়া পতিত হইয়াছেন। নর-শরীর-ভক্ষক শ্বাপদগণ এই মহাত্মার শরীর অল্পাব-শেষ করিয়াছে; অতএব কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর শশীর ন্যায় ইহার দর্শন আমাদিগের প্রীতিকর নহে। সেই ভূতলে পতিতা দুঃখিতা সুষেণ-মাতা পুনরায় উত্থিতা হইয়া পতির মুখ আঘ্রাণ করত পুত্র বধ জনিত শোকে নিতান্ত তাপিত হইয়া পুনঃ-পুন রোদন করিতেছে।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী-বাক্যে একবিংশতি অধ্যায়॥ ২১॥



গান্ধারী কহিলেন, হে মধুসূদন! শূরবর অবন্তি-রাজ যাঁহার বহু বান্ধব বর্ত্তমান ছিল, ভীমসেন তাঁহাকে নিপাতিত করায় এক্ষণে বন্ধু-হীনের ন্যায় তাঁহাকে গৃধ্র ও গোমায়ুগণ ভক্ষণ করিতেছে। দেখ, যে ব্যক্তি সমরে শত্রুগণের বিমর্দ্দন করিয়াছিল, এক্ষণে সে রুধিরাক্ত-কলেবরে বীর-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং শৃগাল, গৃধ্র-প্রভৃতি নানাবিধ মাংসাশি জীবগণ তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, অতএব কালের বিপর্য্যয় বিলোকন কর। নারীগণ মিলিত হইয়া রোদন করত বীর-শয্যায় শয়ান ক্রন্দনকারি বীরবর অবন্তিরাজের সেবা করিতেছে।

হে কৃষ্ণ! মহাধনুর্দ্ধর মনস্বী প্রতীপ-নন্দন বাহ্লিক ভল্ল-দ্বারা নিহত হইয়া শার্দ্দূলের ন্যায় নিদ্রিত রহিয়াছেন দর্শন কর। ইনি নিদ্রিত হইলেও পৌর্ণ-মাসী তিথিতে সমুদিত সুধাকরের ন্যায় ইহাঁর মুখ-বর্ণ অতীব শোভিত রহিয়াছে।

ইন্দ্র-পুত্র অর্জ্জুন সুত-শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য সমরে জয়দ্রথকে নিপাতিত করিয়াছেন। মহাত্মা দ্রোণ একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা ভেদ করিয়া যাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ধনঞ্জয় নিজ প্রতিজ্ঞা সত্য করিতে ইচ্ছা-করিয়া সেই সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছেন অবলো-কন কর। হে জনার্দ্দন! যে জয়দ্রথ সিন্ধু ও সৌবীর দেশের ভর্ত্তা, নিয়ত দর্পপূর্ণ ও প্রশস্তচিত্ত, গৃধ্র ও শৃগাল সকল তাহাকে ভক্ষণ করিতেছে। অচ্যুত! অনুরক্ত ভার্য্যাগণ ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিলেও চীৎকারকারিণী শিবা সকল নিকটস্থ নিম্ন গহনে ইহাকে আকর্ষণ করিতেছে। এই সমস্ত কাম্বোজ ও যবন নারীরা সেই মহাবাহুকে রক্ষা করত সেবা করিতেছে। হে জনার্দ্দন! জয়দ্রথ যখন কেকয়গণের সহিত দ্রৌপদীকে লইয়া পলায়ন করি-য়াছিল, তখনই সে পাণ্ডবদিগের বধ্য হয়; কিন্তু পাণ্ডুনন্দনগণ তৎকালে দুঃশলার দুঃখ হইবে বিবে-চনা করিয়া সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। হে কৃষ্ণ! সম্প্রতি তাহারা কেন দুঃশলার সম্মান রক্ষা করিতে বিরত হইল? এই সে আমার বালিকা দুহিতা নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করত আত্ম-বিনাশে সংকল্প করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। হে কৃষ্ণ! বালিকা কন্যা ও বধূগণ বিধবা হইল, ইহা হইতে আমার অধিকতর দুঃখ আর কি হইবে! হায়! হায়! ধিক্! ধিক্! দুঃশলা স্বামীর মস্তক ধারণ না করিয়া ভয় ও শোক-রহিতার ন্যায় ইতস্তত ধাবমানা হইতেছে, অব-লোকন কর। আমার পুত্রদিগের হিংসাকারি পা-ণ্ডবগণকে যে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিল, সে বিপুল সৈন্যকুল সংহার করিয়া স্বয়ং মৃত্যুর বশীভূত হইল! এই চন্দ্রাননা নারীরা সেই মত্ত মাতঙ্গ-সম পরম দুর্জ্জয় বীরবরকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করি-তেছে।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী-বাক্যে দ্বাবিংশতি অধ্যায়॥ ২২॥



গান্ধারী কহিলেন, বৎস! নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল এই শল্য সমরে সাধুতম ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক হত

হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে পুরুষপ্রবর! যিনি সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থানে তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন, সেই মহারথ মদ্ররাজ এই নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। যিনি যুদ্ধে কর্ণের সারথি-কার্য্য গ্রহণ-পূর্ব্বক পাণ্ডু-পুত্রগণের জয়ের জন্য তাঁহার তেজোবধ করিয়াছিলেন, হায়! সেই শল্যের পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় সুদৃশ্য পদ্ম-পলাশ-লোচন নিষ্কলঙ্ক মুখমণ্ডল কাকগণ দংশন করিতেছে; এই সুবর্ণ-বর্ণ শল্যের তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় প্রভাবতী জিহ্বা আস্য হইতে বিনিঃসৃত হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিগণ তাহা ভক্ষণ করিতেছে। সভা-শোভাকর মদ্র-রাজ শল্য যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় তাঁহার কুল-কামিনীগণ রোদন করত চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপাসনা করিতেছে। এই অতি সূক্ষ্ম-বসনা ক্ষত্রিয়-ললনারা ক্রন্দন করত হস্তী পঙ্কে পতিত হইলে সদ্যঃপ্রসূতাকরিণীগণ যেমন তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ নরবর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শূরতর মদ্ররাজ শল্যকে নিপতিত দর্শনে সকলেই তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। রথিশ্রেষ্ঠ আশ্রয়-দাতা শূরবর শল্য শর-সমূহ-দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইয়া বীর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন অবলোকন কর।

এই শৈলবাসী গজাঙ্কুশ-ধর প্রতাপবান্ রাজা ভগদত্ত নিপাতিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিলেও যাঁহার মস্তকে সুবর্ণময়ী মালা শিরোরুহ সমুদয় সুশোভিত করত বিরাজিত হইতেছে। বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যেমন ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, তেমনি ইহাঁর সহিত পার্থের সুদারুণ যুদ্ধ হয়। এই মহাবাহু কুন্তীকুমার ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে পরম সংশয়ে আরোহণ করাইয়া পরিশেষে তৎকর্ত্তৃক নিপাতিত হইলেন। ইহ-লোকে শৌর্য্য ও বীর্য্য বিষয়ে যাঁহার সমান কেহই নাই; সমরে ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী সেই ভীমরূপ ভগদত্ত এই নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন।

হে কৃষ্ণ! যুগান্তকালে কালক্রমে অম্বর হইতে পতিত সূর্য্যের ন্যায় ভাস্কর-সম তেজস্বী শান্তনু-নন্দন শয়ান রহিয়াছেন অবলোকন কর। হে কেশব! এই বীর্য্যবান্ নরসূর্য্য শরতাপ-দ্বারা সমরে শত্রু সকলকে তাপিত করিয়া সূর্য্যের অস্তাচলে গমনের ন্যায় অস্ত গমন করিতেছেন। যিনি ধর্ম্ম বিষয়ে দেবাপির তুল্য, সেই বীর শর-শয্যাগত হইয়া শূর-সেবিত বীর-শয়নে শয়ান রহিয়াছেন দর্শন কর। ভগবান্ স্কন্দ শরবণে প্রবেশ-পূর্ব্বক যেমন শয়ান ছিলেন, সেইরূপ এই বীর গাঙ্গেয় কর্ণিনালীক ও নারাচ-নিকর-দ্বারা উত্তম শয্যা আস্তরণ করত ধনঞ্জয়-দত্ত বাণ-ত্রয় মাত্র উৎকৃষ্ট উপধান অবলম্বন-পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে মাধব! এই মহাযশস্বী ঊর্দ্ধরেতা শান্তনু-নন্দন পিতার শাসন প্রতিপালন করত নিরুপম ছিলেন, এক্ষণে রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। হায়! এই ধর্ম্মাত্মা মানব হইয়াও অমরের ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ, বোধ হয় ঐহিক ও পারলৌকিক জ্ঞানবলে এক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া আছেন। সমরে যাঁহার সদৃশ কৃতী, বিদ্বান্ ও পরাক্রমী কেহই নাই, সেই শান্তনু-তনয় ভীষ্মদেব শর-সমূহ-দ্বারা নিহত হইয়া সম্প্রতি শয়ান রহিয়াছেন। এই ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী শূরবর স্বয়ং সমরে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আপন মৃত্যুর উপায় বলিয়াছিলেন। প্রণষ্ট কুরু-বংশ যৎকর্ত্তৃক পুনরায় সমুদ্ধৃত হইয়াছিল, সেই মহাবুদ্ধি ভীষ্মদেব কুরুগণের সহিত পরাভব প্রাপ্ত হইলেন। হে মাধব! নরবর দেব-সদৃশ দেবব্রত স্বর্গগত হইলে কৌরবগণ কাহাকে আর ধর্ম্ম বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন।

যিনি অর্জ্জুনের আচার্য্য, সাত্যকির শিক্ষক এবং কৌরবগণের অগ্রগুরু সেই দ্বিজসত্তম দ্রোণ পতিত

মস্তক হরণ করিয়াছে। হা ধিক্! হা ধিক্! এই নিতান্ত দুঃখিতা সুষেণ-মাতা রোদন করত সুবর্ণ-নিষ্ক-বিভূষিত মহাবাহু মহাসত্ত্ব কর্ণকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক গত-চেতন হইয়া পতিত হইয়াছেন। নর-শরীর-ভক্ষক শ্বাপদগণ এই মহাত্মার শরীর অল্পাবশেষ করিয়াছে; অতএব কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর শশীর ন্যায় ইহার দর্শন আমাদিগের প্রীতিকর নহে। সেই ভূতলে পতিতা দুঃখিতা সুষেণ-মাতা পুনরায় উত্থিতা হইয়া পতির মুখ আঘ্রাণ করত পুত্র বধ জনিত শোকে নিতান্ত তাপিত হইয়া পুনঃপুন রোদন করিতেছে।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী-বাক্যে একবিংশতি অধ্যায়॥ ২১॥

গান্ধারী কহিলেন, হে মধুসূদন! শূরবর অবন্তি-রাজ যাঁহার বহু বান্ধব বর্ত্তমান ছিল, ভীমসেন তাঁহাকে নিপাতিত করায় এক্ষণে বন্ধু-হীনের ন্যায় তাঁহাকে গৃধ্র ও গোমায়ুগণ ভক্ষণ করিতেছে। দেখ, যে ব্যক্তি সমরে শত্রুগণের বিমর্দ্দন করিয়াছিল, এক্ষণে সে রুধিরাক্ত-কলেবরে বীর-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং শৃগাল, গৃধ্র-প্রভৃতি নানাবিধ মাংসাশি জীবগণ তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, অতএব কালের বিপর্য্যয় বিলোকন কর। নারীগণ মিলিত হইয়া রোদন করত বীর-শয্যায় শয়ান ক্রন্দনকারি বীরবর অবন্তিরাজের সেবা করিতেছে।

হে কৃষ্ণ! মহাধনুর্দ্ধর মনস্বী প্রতীপ-নন্দন বাহ্লিক ভল্ল-দ্বারা নিহত হইয়া শার্দ্দূলের ন্যায় নিদ্রিত রহিয়াছেন দর্শন কর। ইনি নিদ্রিত হইলেও পৌর্ণমাসী তিথিতে সমুদিত সুধাকরের ন্যায় ইহাঁর মুখবর্ণ অতীব শোভিত রহিয়াছে।

ইন্দ্র-পুত্র অর্জুন সুত-শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য সমরে জয়দ্রথকে নিপাতিত করিয়াছেন। মহাত্মা দ্রোণ একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা ভেদ করিয়া যাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ধনঞ্জয় নিজ প্রতিজ্ঞা সত্য করিতে ইচ্ছা-করিয়া সেই সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছেন অবলোকন কর। হে জনার্দ্দন! যে জয়দ্রথ সিন্ধু ও সৌবীর দেশের ভর্ত্তা, নিয়ত দর্পপূর্ণ ও প্রশস্তচিত্ত, গৃধ্র ও শৃগাল সকল তাহাকে ভক্ষণ করিতেছে। অচ্যুত! অনুরক্ত ভার্য্যাগণ ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিলেও চীৎকারকারিণী শিবা সকল নিকটস্থ নিম্ন গহনে ইহাকে আকর্ষণ করিতেছে। এই সমস্ত কাম্বোজ ও যবন নারীরা সেই মহাবাহুকে রক্ষা করত সেবা করিতেছে। হে জনার্দ্দন! জয়দ্রথ যখন কেকয়গণের সহিত দ্রৌপদীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তখনই সে পাণ্ডবদিগের বধ্য হয়; কিন্তু পাণ্ডুনন্দনগণ তৎকালে দুঃশলার দুঃখ হইবে বিবেচনা করিয়া সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। হে কৃষ্ণ! সম্প্রতি তাহারা কেন দুঃশলার সম্মান রক্ষা করিতে বিরত হইল? এই সে আমার বালিকা দুহিতা নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করত আত্ম-বিনাশে সংকল্প করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। হে কৃষ্ণ! বালিকা কন্যা ও বধূগণ বিধবা হইল, ইহা হইতে আমার অধিকতর দুঃখ আর কি হইবে! হায়! হায়! ধিক্! ধিক্! দুঃশলা স্বামীর মস্তক ধারণ না করিয়া ভয় ও শোক-রহিতার ন্যায় ইতস্তত ধাবমানা হইতেছে, অবলোকন কর। আমার পুত্রদিগের হিংসাকারি পাণ্ডবগণকে যে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিল, সে বিপুল সৈন্যকুল সংহার করিয়া স্বয়ং মৃত্যুর বশীভূত হইল! এই চন্দ্রাননা নারীরা সেই মত্ত মাতঙ্গ-সম পরম দুর্জ্জয় বীরবরকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী-বাক্যে দ্বাবিংশতি অধ্যায়॥ ২২॥

গান্ধারী কহিলেন, বৎস! নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল এই শল্য সমরে সাধুতম ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজ-কর্তৃক হত

হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে পুরুষপ্রবর! যিনি সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থানে তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন, সেই মহারথ মদ্ররাজ এই নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। যিনি যুদ্ধে কর্ণের সারথি-কার্য্য গ্রহণ-পূর্ব্বক পাণ্ডু-পুত্রগণের জয়ের জন্য তাঁহার তেজোবধ করিয়াছিলেন, হায়! সেই শল্যের পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় সুদৃশ্য পদ্ম-পলাশ-লোচন নিষ্কলঙ্ক মুখমণ্ডল কাকগণ দংশন করিতেছে; এই সুবর্ণ-বর্ণ শল্যের তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় প্রভাবতী জিহ্বা আস্য হইতে বিনিঃসৃত হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিগণ তাহা ভক্ষণ করিতেছে। সভা-শোভাকর মদ্র-রাজ শল্য যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় তাঁহার কুল-কামিনীগণ রোদন করত চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপাসনা করিতেছে। এই অতি সূক্ষ্ম-বসনা ক্ষত্রিয়-ললনারা ক্রন্দন করত হস্তী পঙ্কে পতিত হইলে সকৃৎপ্রসূতাকরিণীগণ যেমন তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ নরবর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শূরতর মদ্ররাজ শল্যকে নিপতিত দর্শনে সকলেই তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। রথিশ্রেষ্ঠ আশ্রয়-দাতা শূরবর শল্য শর-সমূহ-দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইয়া বীর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন অবলোকন কর।

এই শৈলবাসী গজাঙ্কুশ-ধর প্রতাপবান্ রাজা ভগদত্ত নিপাতিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিলেও যাঁহার মস্তকে সুবর্ণময়ী মালা শিরোরুহ সমুদয় সুশোভিত করত বিরাজিত হইতেছে। বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যেমন ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, তেমনি ইহাঁর সহিত পার্থের সুদারুণ যুদ্ধ হয়। এই মহাবাহু কুন্তীকুমার ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে পরম সংশয়ে আরোহণ করাইয়া পরিশেষে তৎকর্ত্তৃক নিপাতিত হইলেন। ইহ-লোকে শৌর্য্য ও বীর্য্য বিষয়ে যাঁহার সমান কেহই নাই; সমরে ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী সেই ভীমরূপ ভগদত্ত এই নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন।

হে কৃষ্ণ! যুগান্তকালে কালক্রমে অম্বর হইতে পতিত সূর্য্যের ন্যায় ভাস্কর-সম তেজস্বী শান্তনু-নন্দন শয়ান রহিয়াছেন অবলোকন কর। হে কেশব! এই বীর্য্যবান্ নরসূর্য্য শস্ত্রতাপ-দ্বারা সমরে শত্রু সকলকে তাপিত করিয়া সূর্য্যের অস্তাচলে গমনের ন্যায় অস্ত গমন করিতেছেন। যিনি ধর্ম্ম বিষয়ে দেবাপির তুল্য, সেই বীর শর-শয্যাগত হইয়া শূর-সেবিত বীর-শয়নে শয়ান রহিয়াছেন দর্শন কর। ভগবান্ স্কন্দ শরবণে প্রবেশ-পূর্ব্বক যেমন শয়ান ছিলেন, সেইরূপ এই বীর গাঙ্গেয় কর্ণিনালীক ও নারাচ-নিকর-দ্বারা উত্তম শয্যা আস্তরণ করত ধনঞ্জয়-দত্ত বাণ-ত্রয় মাত্র উৎকৃষ্ট উপধান অবলম্বন-পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে মাধব! এই মহাযশস্বী ঊর্দ্ধরেতা শান্তনু-নন্দন পিতার শাসন প্রতিপালন করত নিরুপম ছিলেন, এক্ষণে রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। হায়! এই ধর্ম্মাত্মা মানব হইয়াও অমরের ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ, বোধ হয় ঐহিক ও পারলৌকিক জ্ঞানবলে এক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া আছেন। সমরে যাঁহার সদৃশ কৃতী, বিদ্বান্ ও পরাক্রমী কেহই নাই, সেই শান্তনু-তনয় ভীষ্মদেব শর-সমূহ-দ্বারা নিহত হইয়া সম্প্রতি শয়ান রহিয়াছেন। এই ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী শূরবর স্বয়ং সমরে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আপন মৃত্যুর উপায় বলিয়াছিলেন। প্রণষ্ট কুরু-বংশ যৎকর্ত্তৃক পুনরায় সমুদ্ধৃত হইয়াছিল, সেই মহাবুদ্ধি ভীষ্মদেব কুরুগণের সহিত পরাভব প্রাপ্ত হইলেন। হে মাধব! নরবর দেব-সদৃশ দেবব্রত স্বর্গগত হইলে কৌরবগণ কাহাকে আর ধর্ম্ম বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন।

যিনি অর্জ্জুনের আচার্য্য, সাত্যকির শিক্ষক এবং কৌরবগণের অস্ত্রগুরু সেই দ্বিজসত্তম দ্রোণ পতিত

মস্তক হরণ করিয়াছে। হা ধিক্! হা ধিক্! এই নিতান্ত দুঃখিতা সুষেণ-মাতা রোদন করত সুবর্ণ-নিষ্ক-বিভূষিত মহাবাহু মহাসত্ত্ব কর্ণকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক গত-চেতন হইয়া পতিত হইয়াছেন। নর-শরীর-ভক্ষক শ্বাপদগণ এই মহাত্মার শরীর অল্পাব-শেষ করিয়াছে; অতএব কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর শশীর ন্যায় ইহার দর্শন আমাদিগের প্রীতিকর নহে। সেই ভূতলে পতিতা দুঃখিতা সুষেণ-মাতা পুনরায় উত্থিতা হইয়া পতির মুখ আঘ্রাণ করত পুত্র বধ জনিত শোকে নিতান্ত তাপিত হইয়া পুনঃ-পুন রোদন করিতেছে।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী-বাক্যে একবিংশতি অধ্যায়। ২১।

গান্ধারী কহিলেন, হে মধুসূদন! শূরবর অবন্তি-রাজ যাঁহার বহু বান্ধব বর্ত্তমান ছিল, ভীমসেন তাঁহাকে নিপাতিত করায় এক্ষণে বন্ধু-হীনের ন্যায় তাঁহাকে গৃধ্র ও গোমায়ুগণ ভক্ষণ করিতেছে। দেখ, যে ব্যক্তি সমরে শত্রুগণের বিমর্দ্দন করিয়াছিল, এক্ষণে সে রুধিরাক্ত-কলেবরে বীর-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং শৃগাল, গৃধ্র-প্রভৃতি নানাবিধ মাংসাশি জীবগণ তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে, অতএব কালের বিপর্য্যয় বিলোকন কর। নারীগণ মিলিত হইয়া রোদন করত বীর-শয্যায় শয়ান ক্রন্দনকারি বীরবর অবন্তিরাজের সেবা করিতেছে।

হে কৃষ্ণ! মহাধনুর্দ্ধর মনস্বী প্রতীপ-নন্দন বাহ্লিক ভল্ল-দ্বারা নিহত হইয়া শার্দ্দূলের ন্যায় নিদ্রিত রহিয়াছেন দর্শন কর। ইনি নিদ্রিত হইলেও পৌর্ণ-মাসী তিথিতে সমুদিত সুধাকরের ন্যায় ইহাঁর মুখ-বর্ণ অতীব শোভিত রহিয়াছে।

ইন্দ্র-পুত্র অর্জুন সুত-শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য সমরে জয়দ্রথকে নিপাতিত করিয়াছেন। মহাত্মা দ্রোণ একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ভেদ করিয়া যাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ধনঞ্জয় নিজ প্রতিজ্ঞা সত্য করিতে ইচ্ছা-করিয়া সেই সিন্ধুরাজকে নিহত করিয়াছেন অবলো-কন কর। হে জনার্দ্দন! যে জয়দ্রথ সিন্ধু ও সৌবীর দেশের ভর্ত্তা, নিয়ত দর্পপূর্ণ ও প্রশস্তচিত্ত, গৃধ্র ও শৃগাল সকল তাহাকে ভক্ষণ করিতেছে। অচ্যুত! অনুরক্ত ভার্য্যাগণ ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিলেও চীৎকারকারিণী শিবা সকল নিকটস্থ নিম্ন গহনে ইহাকে আকর্ষণ করিতেছে। এই সমস্ত কাম্বোজ ও যবন নারীরা সেই মহাবাহুকে রক্ষা করত সেবা করিতেছে। হে জনার্দ্দন! জয়দ্রথ যখন কেকয়গণের সহিত দ্রৌপদীকে লইয়া পলায়ন করি-য়াছিল, তখনই সে পাণ্ডবদিগের বধ্য হয়; কিন্তু পাণ্ডুনন্দনগণ তৎকালে দুঃশলার দুঃখ হইবে বিবে-চনা করিয়া সিন্ধুরাজকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। হে কৃষ্ণ! সম্প্রতি তাহারা কেন দুঃশলার সম্মান রক্ষা করিতে বিরত হইল? এই সে আমার বালিকা দুহিতা নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করত আত্ম-বিনাশে সংকল্প করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। হে কৃষ্ণ! বালিকা কন্যা ও বধূগণ বিধবা হইল, ইহা হইতে আমার অধিকতর দুঃখ আর কি হইবে! হায়! হায়! ধিক্! ধিক্! দুঃশলা স্বামীর মস্তক ধারণ না করিয়া ভয় ও শোক-রহিতার ন্যায় ইতস্তত ধাবমানা হইতেছে, অব-লোকন কর। আমার পুত্রদিগের হিংসাকারি পা-ণ্ডবগণকে যে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিল, সে বিপুল সৈন্যকুল সংহার করিয়া স্বয়ং মৃত্যুর বশীভূত হইল! এই চন্দ্রাননা নারীরা সেই মত্ত মাতঙ্গ-সম পরম দুর্জ্জয় বীরবরকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করি-তেছে।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী-বাক্যে দ্বাবিংশতি অধ্যায়। ২২।

গান্ধারী কহিলেন, বৎস! নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল এই শল্য সমরে সাধুতম ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক হত

হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে পুরুষপ্রবর! যিনি সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থানে তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন, সেই মহারথ মদ্ররাজ এই নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। যিনি যুদ্ধে কর্ণের সারথি-কার্য্য গ্রহণ-পূর্ব্বক পাণ্ডু-পুত্রগণের জয়ের জন্য তাঁহার তেজোবধ করিয়াছিলেন, হায়! সেই শল্যের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুদৃশ্য পদ্ম-পলাশ-লোচন নিষ্কলঙ্ক মুখমণ্ডল কাকগণ দংশন করিতেছে; এই সুবর্ণবর্ণ শল্যের তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় প্রভাবতী জিহ্বা আস্য হইতে বিনিঃসৃত হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিগণ তাহা ভক্ষণ করিতেছে। সভা-শোভাকর মদ্ররাজ শল্য যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় তাঁহার কুল-কামিনীগণ রোদন করত চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপাসনা করিতেছে। এই অতি সূক্ষ্ম-বসনা ক্ষত্রিয়-ললনারা ক্রন্দন করত হস্তী পঙ্কে পতিত হইলে সকৃৎপ্রসূতাকরিণীগণ যেমন তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ নরবর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শূরতর মদ্ররাজ শল্যকে নিপতিত দর্শনে সকলেই তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। রথিশ্রেষ্ঠ আশ্রয়-দাতা শূরবর শল্য শর-সমূহ-দ্বারা খণ্ড খণ্ড হইয়া বীর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন অবলোকন কর।

এই শৈলবাসী গজাঙ্কুশ-ধর প্রতাপবান্ রাজা ভগদত্ত নিপাতিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিলেও যাঁহার মস্তকে সুবর্ণময়ী মালা শিরোরুহ সমুদয় সুশোভিত করত বিরাজিত হইতেছে। বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের যেমন ঘোরতর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, তেমনি ইহাঁর সহিত পার্থের সুদারুণ যুদ্ধ হয়। এই মহাবাহু কুন্তীকুমার ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে পরম সংশয়ে আরোহণ করাইয়া পরিশেষে তৎকর্ত্তৃক নিপাতিত হইলেন। ইহলোকে শৌর্য্য ও বীর্য্য বিষয়ে যাঁহার সমান কেহই নাই; সমরে ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী সেই ভীমরূপ ভগদত্ত এই নিহত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন।

হে কৃষ্ণ! যুগান্তকালে কালক্রমে অম্বর হইতে পতিত সূর্য্যের ন্যায় ভাস্কর-সম তেজস্বী শান্তনুনন্দন শয়ান রহিয়াছেন অবলোকন কর। হে কেশব! এই বীর্য্যবান্ নরসূর্য্য শস্ত্রতাপ-দ্বারা সমরে শত্রু সকলকে তাপিত করিয়া সূর্য্যের অস্তাচলে গমনের ন্যায় অস্ত গমন করিতেছেন। যিনি ধর্ম্ম বিষয়ে দেবাপির তুল্য, সেই বীর শর-শয্যাগত হইয়া শূর-সেবিত বীর-শয়নে শয়ান রহিয়াছেন দর্শন কর। ভগবান্ স্কন্দ শরবণে প্রবেশ-পূর্ব্বক যেমন শয়ান ছিলেন, সেইরূপ এই বীর গাঙ্গেয় কর্ণিনালীক ও নারাচ-নিকর-দ্বারা উত্তম শয্যা আস্তরণ করত ধনঞ্জয়-দত্ত বাণ-ত্রয় মাত্র উৎকৃষ্ট উপধান অবলম্বন-পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে মাধব! এই মহাযশস্বী ঊর্দ্ধরেতা শান্তনু-নন্দন পিতার শাসন প্রতিপালন করত নিরুপম ছিলেন, এক্ষণে রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। হায়! এই ধর্ম্মাত্মা মানব হইয়াও অমরের ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ, বোধ হয় ঐহিক ও পারলৌকিক জ্ঞানবলে এক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া আছেন। সমরে যাঁহার সদৃশ কৃতী, বিদ্বান্ ও পরাক্রমী কেহই নাই, সেই শান্তনুতনয় ভীষ্মদেব শর-সমূহ-দ্বারা নিহত হইয়া সম্প্রতি শয়ান রহিয়াছেন। এই ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী শূরবর স্বয়ং সমরে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আপন মৃত্যুর উপায় বলিয়াছিলেন। প্রনষ্ট কুরুবংশ যৎকর্ত্তৃক পুনরায় সমুদ্ধৃত হইয়াছিল, সেই মহাবুদ্ধি ভীষ্মদেব কুরুগণের সহিত পরাভব প্রাপ্ত হইলেন। হে মাধব! নরবর দেব-সদৃশ দেবব্রত স্বর্গগত হইলে কৌরবগণ কাহাকে আর ধর্ম্ম বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন।

যিনি অর্জ্জুনের আচার্য্য, সাত্যকির শিক্ষক এবং কৌরবগণের অস্ত্রগুরু সেই দ্বিজসত্তম দ্রোণ পতিত

রহিয়াছেন অবলোকন কর। হে মাধব! দেবরাজ ইন্দ্র এবং মহাবীর্য্য ভৃগুনন্দন যেমন চতুর্ব্বিধ অস্ত্রে অভিজ্ঞ, দ্রোণও তদ্রূপ। যাঁহার প্রসাদে ধনঞ্জয় দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন, তিনিই হত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন, অস্ত্র সকল ইহাঁকে রক্ষা করে নাই। যাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণ পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিয়াছিল, সেই শস্ত্রধারি-প্রবর দ্রোণ শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা পরিক্ষত হইয়াছেন। শত্রু সৈন্য দগ্ধ করিবার কালে যাঁহার গতি অগ্নির ন্যায় হইত, তিনি নিহত হইয়া প্রশান্ত পাবকের ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে মাধব! দ্রোণ নিহত হইলেও তাঁহার ধনুর্মুষ্টি দৃষ্ট হইতেছে। আদিকালে প্রজাপতি হইতে বেদ সকল যেমন বিচলিত হয় নাই, তেমনি যে শূর হইতে চতুর্ব্বেদ ও সমস্ত অস্ত্র অপগত হয় নাই, তাঁহার এই বন্দনীয় বন্দিগণ বন্দিত ও শিষ্য-সমূহ-কর্ত্তৃক সমর্চ্চিত পবিত্র চরণ-দ্বয় গোমায়ুগণ আকর্ষণ করিতেছে। হে মধুসূদন! দ্রোণ-পত্নী দুঃখে হতচেতন হইয়া দীন ভাবে দ্রুপদ-পুত্র-কর্ত্তৃক নিহত নিজ পতির অনুগামিনী হইয়াছেন। দেখ, সেই সতী পতিতা পীড়িতা মুক্তকেশী ও অধোমুখী হইয়া শস্ত্রধর-প্রবর হত পতি দ্রোণাচার্য্যের উপাসনা করিতেছেন। হে কেশব! ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে বাণ-দ্বারা যাঁহার তনুত্রাণ ভেদ করিয়াছে, জটিল ব্রহ্মচারিগণ সেই দ্রোণাচার্য্যের উপাসনা করিতেছেন। যশস্বিনী সুকুমারী আতুরা কৃপী কৃপণ-ভাবে সমরে হত পতির প্রেতকৃত্য করিতে যত্নবতী হইতেছেন। সামগ ব্রহ্মচারিগণ যথা-বিধানে অগ্নি আহরণ-পূর্ব্বক চিতা প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতে দ্রোণকে আধান করত সামত্রয় গান করিতেছেন। হে মাধব! এই জটিল ব্রহ্মচারিগণ ধনুঃ, শক্তি ও রথনীড়-দ্বারা চিতা সজ্জা করিতেছেন এবং ইহাঁরা অন্যান্য বিবিধ শস্ত্র-দ্বারা ভূরিতেজা দ্রোণকে সমাধান-পূর্ব্বক দহন করত সাম গান ও রোদন করিতেছেন। অগ্নি-মধ্যে অগ্নি সমর্পণের ন্যায় হুতাশনে দ্রোণকে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক অপরে অন্ত্যকালীন সাম-ত্রয় গান করিতেছেন। দ্রোণ-শিষ্য দ্বিজগণ তৎপত্নীকে পুরস্কৃত ও চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া গঙ্গাভিমুখে গমন করিতেছেন!

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বে গান্ধারী-বাক্যে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়। ২৩।

গান্ধারী বলিলেন, হে মাধব! এই দেখ, অতি নিকটে যুযুধান-কর্ত্তৃক নিহত সোমদত্তের পুত্রকে বহু বিহগগণ খণ্ড খণ্ড করিতেছে। হে জনার্দ্দন! সোমদত্ত পুত্র-শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া যেন মহাধনুর্দ্ধর যুযুধানকে নিন্দা করিতেছেন দেখা যাইতেছে! এই অনিন্দনীয়া ভূরিশ্রবার মাতা একান্ত দুঃখিতা হইয়াও স্বামি সোমদত্তকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন যে, 'মহারাজ! দৈবক্রমে প্রলয়-স্বরূপ কৌরবগণের ঘোরতর ক্রন্দন-সমন্বিত এই দারুণ ভরতকুল-ক্ষয় তোমাকে দেখিতে হইল না। দৈবক্রমে অদ্য তোমাকে অনেক যজ্ঞযাজি ভূরি-সহস্র-দাতা বীর পুত্র যূপধ্বজকে নিহত দর্শন করিতে হইল না? মহারাজ! সাগরে সারসীদিগের চীৎকারের ন্যায় বধূগণের ঘোরতর বহু বিলাপ-বাক্য তোমাকে শ্রবণ করিতে হইল না? তোমার বধূরা বিধবা ও পুত্রহীনা হওয়ায় একবস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক আলুলায়িত-কেশে ধাবমান হইতেছে। হায়! সেই নরশ্রেষ্ঠ ভূরিশ্রবা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক ছিন্নবাহু হইয়া নিপাতিত হওয়ায় শ্বাপদগণ তাহাকে ভক্ষণ করিতেছে, দৈবক্রমে ইহা তোমাকে দেখিতে হইল না। সংগ্রামে শল ও ভূরিশ্রবা নিহত হওয়ায় এক্ষণে বধূগণ যে বিধবা হইয়াছে, দৈবক্রমে তাহা তোমাকে দেখিতে হইল না। সেই যূপকেতু মহাত্মা সোমদত্ত-সুতের সেই কাঞ্চন ছত্র রথের নিকটে বিকীর্ণ রহিয়াছে, দৈববশত তাহা তোমাকে দেখিতে হইল না। ভূরি-

শ্রবার এই কৃষ্ণ-নয়না ভার্য্যারা সাত্যকি-কর্ত্তৃক নিহত পতিকে পরিবেষ্টন করত শোক প্রকাশ করিতেছে।'

হে কেশব! ইহারা ভর্ত্তার শোকে নিতান্ত আক্রান্ত হইয়া বহুল বিলাপ করত দুঃখিত-ভাবে তোমার অগ্রভাগে অভিমুখ হইয়া পতিত হইতেছে। বীভৎসু এই বীভৎস কর্ম্ম কিরূপে করিলেন? এই যাজ্ঞিক শূরবর প্রমাদগ্রস্ত হইলে কিরূপে তাঁহার বাহু ছেদন করিলেন? সাত্যকি তাঁহাহইতেও অধিকতর পাপকর কর্ম্ম করিয়াছে, যেহেতু এই প্রশংসিত-স্বভাব শূরবর প্রায়োপবেশন করিলেও ইহাঁকে প্রহার করিয়াছিল। 'হে ধার্ম্মিক! তুমি একাকী দুইজন-দ্বারা অধর্ম্মত হত হইয়া শয়ান রহিয়াছ' হে মাধব! ভূরিশ্রবার বনিতাগণ এই কথা বলিয়া রোদন করিতেছে। যূপধ্বজের এই ক্ষীণমধ্যা বনিতা নিজক্রোড়ে ভর্ত্তার ভুজ রক্ষা করত কৃপণভাবে বিলাপ করিতেছেন যে, 'এই কর আমার কাঞ্চীদাম আকর্ষণ, পীনস্তন বিমর্দ্দন, নাভি, উরু ও জঘনস্পর্শ এবং বসনগ্রন্থি-বিমোচন করিত! এই কর সেই বৈরিদিগের বিনাশ-কর, মিত্রগণের অভয়প্রদ, গো সহস্র প্রদাতা এবং ক্ষত্রিয়গণের অন্তকর। এই বীর সমরে অন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে থাকিলে বাসুদেবের সাক্ষাতে অক্লিষ্টকর্ম্মা অর্জ্জুন ইহাঁকে নিপাতিত করিয়াছেন।' হে জনার্দ্দন! স্বয়ং কিরীটধারী বা তুমি সভা-মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে অর্জ্জুনের এই মহৎ কর্ম্ম কিরূপে ব্যক্ত করিবে? এই বরাঙ্গনা এইরূপে নিন্দা করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছে, সপত্নীগণ স্বীয় বধূর ন্যায় ইহার সহিত শোক প্রকাশ করিতেছে।

সত্যবিক্রম বলবান্ গান্ধাররাজ শকুনি ভাগিনেয় সহদেব-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যিনি হেম-দণ্ড-মণ্ডিত ব্যজন-দ্বয়-দ্বারা উপবীজিত হইতেন, তিনিই এক্ষণে শয়ান থাকিয়া পক্ষিগণের পক্ষ-দ্বারা উপবীজিত হইতেছেন, যিনি মায়াবলে শত সহস্রবিধ রূপ প্রকাশ করিতেন, পাণ্ডবগণের তেজঃ-প্রভাবে সেই মায়াবির মায়া দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। যিনি বৈরিপরাভব-করণে নিপুণ হইয়া সভা-মধ্যে মায়া-দ্বারা বিপুল রাজ্য সহ যুধিষ্ঠিরকে জয় করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে নিজ জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। হে কৃষ্ণ! যিনি আমার পুত্রগণের বিনাশের নিমিত্ত কৈতব শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শকুনিকে শকুন্তগণ সর্ব্বদিকে সেবা করিতেছে। ইনি আমার পুত্রগণের এবং স্বগণ সহ আপনার বধের জন্য পাণ্ডবগণের সহিত এই মহৎ বৈর আরম্ভ করিয়াছিলেন। হে বিভো! আমার পুত্রগণ যেমন শস্ত্র দ্বারা সমস্ত লোক জয় করিয়াছিল, সেইরূপ এই দুর্ব্বুদ্ধিও শস্ত্রনিকর-দ্বারা সমস্ত লোক জয় করিয়াছে। হে মধুসূদন! তথাপি এই কপটাচার আমার সরল-স্বভাব সন্তানগণকে ভ্রাতৃগণের সহিত কেন বিবোধিত করিল না।

স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীবাক্যে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়॥ ২৪॥

গান্ধারী কহিলেন, হে মাধব! দেখ এই দুরাক্রমণীয় বৃষস্কন্ধ কাম্বোজ-রাজ যিনি কাম্বোজ দেশীয় উত্তম আস্তরণে নিয়ত শয়ন করিতেন তিনিই এক্ষণে হত হইয়া ধূলিরাশি-মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় রক্তসিক্ত দর্শনে দয়িতা অতি দুঃখিতা হইয়া কৃপণভাবে বিলাপ করিতেছেন, "পূর্ব্বে আমি যাহাদিগের মধ্যগত হইলে রতি আমাকে পরিত্যাগ করিত না এই সেই সুন্দরতল ও অঙ্গুলি সমন্বিত-পরিঘ-তুল্য বাহুদ্বয়। হে জননাথ! আমি অনাথার ন্যায় বন্ধুহীনা ও কম্পমানা হইয়া তোমাব্যতিরেকে এখন কোন্ গতি অবলম্বন করিব?" হে মধুসূদন! বিবুধগণের মালার ন্যায় আতপক্লান্ত কামিনীগণের শ্রী হীন হয় নাই। দেখ, যাঁহার ভুজদ্বয় প্রদীপ্ত অঙ্গদযুগল-দ্বারা প্রতিবদ্ধ রহিয়াছে সেই শূরবর কলিঙ্গরাজ

শয়ান রহিয়াছেন। হে জনার্দ্দন! দেখ, মগধদেশীয় কামিনীরা মগধ দেশের অধিপতি জয়ৎসেনকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। হে জনার্দ্দন! এই আয়ত-নয়না সুস্বরা সুন্দরীগণের শ্রবণ-মনোহর স্বর যেন আমার মন মোহিত করিতেছে। শোকাক্রান্ত মগধ-বনিতাগণ যাহারা সুন্দর-শয্যায় শয়ন করিত তাহারা এখন সমস্ত আভরণ বিকিরণ করত ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

এই সমুদয় রমণীগণ কোশল দেশের অধিপতি নিজপতি রাজপুত্র বৃহদ্বলকে পৃথক্ পৃথক্ পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতেছে। ইহারা পুনঃ পুন মূর্চ্ছিত ও অমুখিত হইয়া অভিমন্যুর বাহুবলে অর্পিত ইহার গাত্রস্থিত বাণ সকল উদ্ধার করিতেছে। হে মাধব! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী-নারীগণের পরিশ্রম-বশত মুখ-মণ্ডল সকল আতপতাপিত সরসীরুহের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ধৃষ্টদ্যুম্নের শূর ও শিশুসন্তান সকল মনোহর কবচ ও হেমমালা ধারণ করত দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। শলভগণ যেমন অনলে দগ্ধ হয় সেইরূপ যাঁহার রথ অগ্নিগৃহ, শরাসন কিরণ, শর, শক্তি ও গদাই ইন্ধন সেই দ্রোণানলে ইহারা দগ্ধ হইয়াছে। এই সমস্ত রুচির কবচধারী কেকয় বংশীয় শূরবর পঞ্চ ভ্রাতা দ্রোণের অভিমুখীন হইয়া সকলেই তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। এই তপ্তকাঞ্চন-কবচধারি তালধ্বজ রথচারি বীরগণ জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রতাপটল-দ্বারা মহীতল উদ্ভাসিত করিতেছে।

হে মাধব! অরণ্য-মধ্যে প্রবল সিংহ যেমন বলবান্ মাতঙ্গকে হত করে সেইরূপ সমরে দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত ও পাতিত দ্রুপদরাজকে দর্শন কর। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! পাঞ্চালরাজের বিমল পাণ্ডর আতপত্র শরৎকালীন নিশাকরের শোভা পাইতেছে। এই সমুদয় নিতান্ত দুঃখিত ভার্য্যা ও পুত্রবধূগণ মনঃপীড়ায় দগ্ধ হইয়া পাঞ্চালরাজ বৃদ্ধ দ্রুপদের দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছে।

চেদিকুলের মঙ্গল-কারিণী কামিনীগণ হৃত-চিত্ত হইয়া দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত শূরবর মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টকেতুকে হরণ করিতেছে। হে মধুসূদন! এই মহাধনুর্দ্ধর যুদ্ধবিমর্দ্দে দ্রোণের অস্ত্র অভিহত করিয়া বাতভগ্ন-বৃক্ষের ন্যায় হত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন।

এই চেদিপতি শূরবর মহারথ ধৃষ্টকেতু সমরে সহস্র শত্রু নিহত করিয়া পরিশেষে স্বয়ং হত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। হে হৃষীকেশ! রমণীগণ বিহগকুল-কর্ত্তৃক বিচ্ছিদ্যমান সেই চারুকুণ্ডল ও সুকেশ-সমন্বিত চেদিরাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এই বরাঙ্গনাগণ সত্যবিক্রম বীরবর শয়ান শিশুপাল-সুত চেদিপতিকে ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতেছে। হে হৃষীকেশ! ইহাঁর মনোহর কুণ্ডল ও শোভন চিকুর-সমন্বিত পুত্র সমরে দ্রোণ-কর্ত্তৃক শরনিকর-দ্বারা বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে দর্শন কর। হে মধুসূদন! এই বীর বিপক্ষগণের সহিত যুধ্যমান সমরস্থ পিতাকে এক্ষণ-পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করে নাই। এইরূপ আমার পৌত্র পরবীরহন্তা লক্ষ্মণও পিতা দুর্য্যোধনের অনুগমন করিয়াছিল।

হে কেশব! বসন্তকালে পুষ্পিত শালবৃক্ষ-যুগল যেমন বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া পতিত হয়, তেমনি এই কাঞ্চন-কবচ খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারী ঋষভ-সম-নেত্র বিমল-মাল্যবন্ত অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ রণস্থলে পতিত হইয়া শয়ান রহিয়াছে দর্শন কর। হে কৃষ্ণ! তোমার সহিত পাণ্ডবগণ যখন ভীষ্ম, দ্রোণ, বৈকর্ত্তন কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, মহারথ জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ এবং শূরবর কৃতবর্ম্মা হইতে মুক্ত হইয়াছে তখন ইহাঁরা সকলেই অবধ্য। যে সকল নরশ্রেষ্ঠগণ শস্ত্রবলে দেবতাদিগকেও আহত করিতে পারিতেন, তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন, অতএব কালের বিপর্য্যয় অবলোকন কর। হে মাধব! যখন আমার শূরবর প্রধান ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে তখন নিশ্চয় বোধ হয় দৈবের অধিকতর ভার আর কিছুই

নাই। হে কৃষ্ণ! তুমি যখন অকৃতকার্য্য হইয়া পুনরায় উপপ্লব্যনগরে গিয়াছিলে তখনই আমার বলবন্ত সন্তান সকল নিহত হইয়াছে। তৎকালে শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "নিজপুত্রগণের প্রতি আর স্নেহ প্রকাশ করিও না।" বৎস জনার্দ্দন! তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ দর্শন কি মিথ্যা হইতে পারে? অচিরকাল-মধ্যেই আমার পুত্রগণ ভস্মীভূত হইল॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! গান্ধারী এই-রূপ বলিয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শোকে মুর্চ্ছিত ও দুঃখে হতচেতন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। অনন্তর, পুত্রশোক-পরিপ্লুতা বিকলেন্দ্রিয়া গান্ধারী কোপপূর্ণ-শরীরে দোষ-দর্শন-হেতু কৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন।

গান্ধারী বলিলেন, হে কৃষ্ণ! পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনগণ পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া দগ্ধ হইল, অতএব হে জনার্দ্দন! যখন তাহারা বিনষ্ট হয় তখন তুমি কি-জন্য তাহাদিগকে উপেক্ষা করিলে? হে মহাবাহু মধুসূদন! তুমি বিপুল বলে অধিষ্ঠান করত বহু ভৃত্য-সমন্বিত ও সমর্থ হইয়াও উভয়-পক্ষের বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া যখন কৌরবগণের বিনাশ-বিষয় উপেক্ষা করিয়াছ তখন অবশ্যই তাহার ফল লাভ কর। হে চক্রগদাধর! আমি পতিশুশ্রূষা-দ্বারা যেকিছু তপস্যা উপার্জ্জন করিয়াছি সেই দুষ্প্রাপ্য তপোবল-দ্বারা তোমাকে শাপ প্রদান করিতেছি। হে গোবিন্দ! যে হেতু কুরুপাণ্ডব জ্ঞাতিগণ পরস্পর নিধন লাভ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিলে সেই কারণে তুমিও আপন জ্ঞাতিগণের বধ-সাধন করিবে। হে মধুসূদন! ষট্‌ত্রিংশ বৎসর উপস্থিত হইলে তুমিও হত-জ্ঞাতি হতামাত্য হত-পুত্র ও বনচর হইয়া কুৎসিত উপায়-দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইবে। কুরুনারী-গণের ন্যায় তোমারও রমণীগণ সুতহীন এবং জ্ঞাতি-বান্ধব-বিহীন হইয়া পরিতাপ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহামনা বাসুদেব এই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক ঈষৎ বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় দেবী গান্ধারীকে বলিলেন, সুব্রতে! বৃষ্ণিবংশীয়দিগের বিনাশকর্ত্তা ইহলোকে আমি ভিন্ন অন্য কেহই নাই, ইহা আমি জানি, অতএব যাহা ঘটিবে তদ্বিষয়ে অভিশম্পাত প্রদান-দ্বারা তুমি নিজ তপস্যা ক্ষয় কেন করিলে? যাদবগণ অন্য কি দেব দানবগণেরও অবধ্য, অতএব তাহারা পরস্পরকৃত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ এই কথা কহিলে পাণ্ডবগণ ত্রস্তচিত্ত নিতান্ত উদ্বিগ্ন এবং জীবনধারণে নিরাশ হইলেন।

স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীশাপ দানে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়॥ ২৫॥

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব সমাপ্ত।



## অথ শ্রাদ্ধপর্ব্ব।

ভগবান্ কহিলেন, হে গান্ধাররাজ-নন্দিনি! গাত্রোত্থান কর, শোকে মনোনিবেশ করিও না, তোমারই অপরাধে অনেকে নিধন লাভ করিয়াছেন। যখন তুমি ঈর্ষান্বিত নিতান্ত অভিমানী নিষ্ঠুর বৈরি-প্রিয় বৃদ্ধগণের শাসন অতিক্রম-কারী দুরাত্মা পুত্র দুর্য্যোধনকে পুরস্কার করিয়া দুরাচারকে সদাচার জ্ঞান করিয়াছ, তখন আমাতে আত্মকৃত দোষ অর্পণ করিতে কেন ইচ্ছা কর? যে ব্যক্তি মৃত বা অনুদ্দিষ্ট জনের জন্য অনুশোচনা করে, সে দুঃখ-দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া দুইটি অনর্থ লাভ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণী তপোনিষ্ঠ সন্তান হইবে বলিয়া গর্ভ ধারণ করেন, গোজাতি হলভার-বহন যোগ্য বৎস হইবে বলিয়া গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে, অশ্বিনী ধাবমান সন্তানের জন্য গর্ভভার বহন করে, শূদ্রা দাস সন্তান এবং বৈশ্যা পশু-পালনক্ষম পুত্রের জন্য গর্ব্বিণী হয়, আর তোমার মত রাজকন্যা বধের যোগ্য পুত্র জন্য গর্ভ ধারণ করিয়া থাকেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শোকাকুল-চিত্তা গান্ধারী বাসুদেবের সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌন-

ভাবে রহিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র অবোধ-জনিত মোহ নিবারণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডু-নন্দন! সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা জীবিত আছে তুমি তাহাদিগের পরিমাণ অবগত আছ, যাহারা হত হইয়াছে তাহাদিগের পরিমাণ যদি জানিয়া থাক তবে আমার নিকট প্রকাশ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! এই সংগ্রামে যাহারা হত হইয়াছেন তাহাদিগের পরিমাণ ষট্ষষ্ট কোটি এক লক্ষ বিংশতি সহস্র, যে সমস্ত বীর অলক্ষ্য থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাদিগের সংখ্যা চতুর্দ্দশ সহস্র এবং অন্যান্য সৈন্যগণের পরিমাণ এক লক্ষ পঞ্চসপ্ততি সহস্র মাত্র।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাবাহু যুধিষ্ঠির! সেই সমস্ত সৎপুরুষেরা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর, তুমি সর্ব্বজ্ঞ ইহা আমি স্থির করিয়াছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যাঁহারা এই মহা সমরে হর্ষান্বিত হইয়া শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন সেই সমস্ত সত্যবিক্রম বীরেরা ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। হে ভারত! যাহারা মরিতে হইবে বলিয়া অপ্রসন্ন মনে যুদ্ধ করত সমরে হত হইয়াছে, তাহারা গন্ধর্ব্বগণের সমভাবে বাস করিতেছে। যাহারা বহুল সংগ্রাম করিয়া প্রার্থিত হইয়াও পরাঙ্মুখ হইয়াছিল পরিশেষে শস্ত্র-দ্বারা নিধন লাভ করিয়াছে, তাহারা গুহ্যকদিগের লোকে গমন করিয়াছে। যে সকল মহাত্মারা অস্ত্রহীন হওয়ায় বিপক্ষগণ-কর্তৃক পীড্যমান ও হীয়মান হইয়াও অকার্য্য-প্রবৃত্তি-বিষয়ে নিষেধ করত সমরে শত্রুগণের অভিমুখে শাণিত-শস্ত্র-সমূহ-দ্বারা ছিদ্যমান ও হত হইয়াছেন, সেই সমস্ত ক্ষত্রধর্ম্ম-পরায়ণ তেজস্বি বীরগণ ব্রহ্ম-সদনে গমন করিয়াছেন। মহারাজ! সেই সমরে যে কোন রূপে যাহারা নিহত হইয়াছে, তাহারা উত্তর কুরু-দেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাবাহু বৎস! তুমি কোন্ জ্ঞানবলে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় এইরূপ দর্শন করিতেছ, তাহা যদি আমার শ্রোতব্য বিবেচিত হয়, তবে আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া বল।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পূর্ব্বে আপনকার আদেশানুসারে যৎকালে আমি বন-মধ্যে বিচরণ করি, তদানীং তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গ-বশত দেবর্ষি লোমশকে দর্শন করত তাঁহা হইতে এই অনুস্মৃতি-রূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছি, আর পূর্ব্বে জ্ঞান-যোগবলে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছিলাম।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ভারত! এই অনাথ জনের যে সমস্ত পুত্র পৌত্রগণ সমরে নিহত হইয়াছে এবং যুদ্ধ-হত বীরগণের মধ্যে যাহাদিগের আত্মীয় স্বজন বর্ত্তমান আছে, যাহাদিগের দাহকর্ত্তা নাই এবং যাহারা আহিতাগ্নি নহে, তাহাদিগের দেহ সকল কি বিধি-পূর্ব্বক দগ্ধ করিতেছ? হে তাত! কার্য্য বহুল, অতএব আমরাই বা কাহার কার্য্য সাধন করিব? হে যুধিষ্ঠির! সুপর্ণ জাতীয় বিহগ ও গৃধ্রগণ যাহাদিগকে ইতস্তত আকর্ষণ করিতেছে, অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম-দ্বারা তাহাদিগের কি শুভ লোকে গতি হইবে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবুদ্ধি কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির এইরূপ উক্ত হইয়া সুধর্ম্মা, ধৌম্য, সূত সঞ্জয়, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, কুরুনন্দন যুযুৎসু এবং ইন্দ্রসেন-প্রভৃতি ভৃত্য ও সূতগণকে আদেশ করিলেন যে, আপনারা এই সকলের প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ করাইতে প্রবৃত্ত হউন; কোন দেহ যেন অনাথের ন্যায় বিনষ্ট না হয়। মহারাজ! ধর্ম্মরাজের শাসনানুসারে বিদুর, সঞ্জয়, সুধর্ম্মা, ধৌম্য এবং ইন্দ্রসেন-প্রভৃতি অগুরু চন্দন-কাষ্ঠ, দারুহরিদ্রা-প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, তৈল, ঘৃত, মহামূল্য পট্টবস্ত্র, কাষ্ঠ সঞ্চয়, রথ ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় সেই স্থানে আহরণ করিয়া যত্ন-সহকারে চিতা নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক অব্যগ্রভাবে বিধিদৃষ্ট কর্ম্ম-দ্বারা প্রধান অনুসারে সকলের দেহ দাহন

করাইতে লাগিলেন। হে ভারত! শতাধিক ভ্রাতার সহিত রাজা দুর্য্যোধন, শল্যরাজ, শল, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসন-নন্দন, লক্ষ্মণ, রাজা ধৃষ্টকেতু, বৃহন্ত, সোমদত্ত, শতাধিক সৃঞ্জয়গণ, রাজা ক্ষেমধন্বা, বিরাটরাজ, দ্রুপদরাজ, পাঞ্চালরাজ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী, বিক্রান্ত যুধামন্যু, উত্তমৌজা, কোশল দেশীয় নৃপগণ, দ্রৌপদীর পুত্র সকল, সুবল-নন্দন শকুনি, অচল, বৃষক, নরপতি ভগদত্ত, পুত্র-সহ অমর্ষণ সূর্য্য-সুত কর্ণ, মহাধনুর্দ্ধর কৈকেয়গণ, মহারথ ত্রিগর্ত্ত-সমুদয়, রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ, বক রাক্ষসের ভ্রাতা, রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ, রাজা জলসন্ধ এবং অন্যান্য শত সহস্র পার্থিবগণকে ঘৃতধারা-সমন্বিত প্রদীপ্ত পাবক-দ্বারা দগ্ধ করাইয়াছিলেন। কোন কোন মহাত্মাদিগের বৃষোৎসর্গ-প্রভৃতি পিতৃ-মেধ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল, তাঁহারা সামগান ও অপরে অনুশোচনা করিয়াছিলেন; সাম গান ও ঋক্ মন্ত্রের নিনাদে এবং নারীগণের রোদন ধ্বনি-দ্বারা রজনীতে সর্ব্বভূতের মোহ জন্মিয়াছিল। সেই ধূম-বিহীন অগ্নি-সকল দীপ্যমান ও প্রদীপ্ত হইয়া আকাশমণ্ডলে অল্প মেঘ সমাবৃত গ্রহগণের ন্যায় বিলোকিত হইয়াছিল। আর সেই সময়ে যে সমস্ত অনাথ জনগণ নানাদেশ হইতে আগমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক সহস্র সহস্র রাশি করিয়া কাষ্ঠ-সঞ্চয়-দ্বারা চিতা নির্ম্মাণানন্তর বিদুর ধর্ম্মরাজের শাসনানুসারে প্রচুর স্নেহসহকারে মন্ত্রোচ্চারণ করাইয়া সকলকে দাহ করাইয়াছিলেন। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করাইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে পুরস্কৃত করত গঙ্গার অভিমুখীন হইয়া গমন করিলেন।

শ্রাদ্ধপর্ব্বে যুদ্ধমৃতগণের ঊর্দ্ধদেহিক কর্ম্মে ষড়্বিংশতি অধ্যায়॥ ২৬॥



বৈশম্পায়ন কহিলেন, তাঁহারা পুণ্যশীল জন-সেবিত তট-সমন্বিত দেব-যজন-কার্য্যোচিত পবিত্র জল-সম্পন্ন মহাবেগবতী গঙ্গা-তরঙ্গিনীর তীরে উপনীত হইয়া উত্তরীয় বসন উষ্ণীশ কটিবন্ধন ও ভূষণ-সমুদয় মোচন-পূর্ব্বক পিতা ভ্রাতা পুত্র পৌত্র ও আত্মীয় স্বজনগণের তর্পণ করিলেন। নিতান্ত দুঃখিত কুরু-নারীগণ রোদন করত পতিগণের উদক ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞগণ সুহৃৎ সকলকেও সলিলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। বীর-পত্নীগণ বীর সকলের উদক ক্রিয়া করিতে থাকিলে গঙ্গার অবতরণ পথ সুন্দর ও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত হইল। বীর-পত্নীগণ-কর্ত্তৃক সমাকীর্ণ মহা-সাগর-সদৃশ সেই গঙ্গাতীর নিরানন্দ ও নিরুৎসব হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।

মহারাজ! অনন্তর, শোকাকুলা কুন্তী সহসা রোদন করত মন্দ মন্দ বচনে পুত্রগণকে কহিলেন, যে বীর লক্ষণ-সম্পন্ন রথ-যূথপতি শূরবর মহাধনুর্দ্ধর সমরে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। হে পাণ্ডবগণ! যাঁহাকে তোমরা রাধা-গর্ভ-সম্ভূত সূত-পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাক; যিনি সেনানী-মধ্যে প্রভু হইয়া সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতেন; তোমরা সানুচর-সত্ত্বেও পূর্ব্বে যিনি তোমাদিগের সকলের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিলেন; যিনি দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যের উৎকর্ষ-সাধন করত শোভিত হইতেন; পৃথিবীতে বীর্য্য বিষয়ে যাঁহার সমান কেহই নাই, যে শূর সতত ধরাতলে প্রাণপণে যশঃ সঞ্চয় করিতেন, তোমরা সেই সত্যসন্ধ শূর সংগ্রামে স্থিরতর অক্লিষ্টকর্ম্মা ভ্রাতার উদক ক্রিয়া কর। সেই কুণ্ডল ও কবচধারী দিবাকর-সম প্রভাশালী শূর তোমাদিগের অগ্রজ ভ্রাতা তিনি ভাস্কর হইতে আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবগণ জননীর অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের জন্য শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। অনন্তর, সেই নরবর কুন্তীনন্দন বীর যুধিষ্ঠির পন্নগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত জননীকে বলিলেন, শর-নিকর

যাহার তরঙ্গ, বজই যাহার আবর্ত্ত, মহাভুজ যাহার মহাগ্রহ, তলশব্দই যাহার নাদ-স্বরূপ, সেই মহাহ্রদ-স্বরূপ মহারথ যাঁহার বাণ বর্ষণ আরম্ভ হইলে ধনঞ্জয় ভিন্ন অন্য কেহ স্থিরতর থাকিতে পারে না, আপনার সেই দেব-তুল্য পুত্র পূর্ব্বে কিরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, যাঁহার বাহুপ্রতাপে আমরা সর্ব্বতোভাবে তাপিত হইয়াছিলাম, বস্ত্র-দ্বারা অগ্নিকে আচ্ছাদনের ন্যায় আপনি কেন তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন? আমরা যেমন ধনঞ্জয়ের বাহুবল আশ্রয় করিয়াছিলাম, তেমনি কৌরবগণ যাঁহার বাহুবলের নিয়ত উপাসনা করিত, যিনি প্রবল বল-বশত সকল ভূপালের বল-স্বরূপ ছিলেন, যে কুন্তীকুমার কর্ণ ভিন্ন অন্য ব্যক্তি রথিগণের মধ্যে রথী বলিয়া গৃহীত হইত না, সেই সর্ব্ব শস্ত্রধারি-প্রবর আমাদিগের অগ্রজ ভ্রাতা, পূর্ব্বে আপনি সেই অদ্ভুত-বিক্রম কর্ণকে কিরূপে প্রসব করিয়াছিলেন? কি আশ্চর্য্য! আপনি এই গূঢ় বিষয় গোপন করাতেই আমরা হত হইলাম; কর্ণের নিধন-নিবন্ধন আমরা সবান্ধবে পীড়িত হইলাম। অভিমন্যুর বিনাশ, দ্রৌপদীর পুত্রগণের বধ, পাঞ্চাল সকলের নাশ ও কৌরবদিগের নিপাতে আমার অন্তঃকরণে যত দুঃখ হইয়াছে, কর্ণের নিধন-নিবন্ধন দুঃখ তাহা হইতে শত গুণ হইয়া আমাকে পীড়িত করিতেছে; আমি কর্ণের জন্য শোক প্রকাশ করত যেন অগ্নিতে অর্পিত হইয়া দগ্ধ হইতেছি। ইহ লোক বা স্বর্গলোক-স্থিত কোন বস্তুই অপ্রাপ্য নহে, কৌরবগণের অন্তকর এইরূপ ঘোরতর সমর যেন আর না হয়। ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির দুঃখিত হইয়া এইরূপ বহুল বিলাপ ও রোদন করত কর্ণের উদক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

অনন্তর, সেই সমস্ত রমণীগণ উদক ক্রিয়া করণ কালে জল-সমীপে অবস্থিত থাকিয়া সহসা সকলেই রোদন করিয়া উঠিল। পরিশেষে ধীশক্তি-সম্পন্ন কুরুপতি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃস্নেহ-বশত কর্ণের পরিচ্ছদ-বর্ত্তী পত্নীগণকে আনয়ন করাইলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা তাঁহাদিগের সহিত অনন্তরকরণীয় প্রেতকৃত্য সমাধা করিয়া ব্যাকুল-চিত্তে গঙ্গা-সলিল হইতে উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাদ্ধপর্ব্বে কর্ণের গূঢ়পুত্রত্ব কথনে
সপ্তবিংশতি অধ্যায়। ২৭।
শ্রাদ্ধপর্ব্ব সমাপ্ত।



স্ত্রীপর্ব্ব সম্পূর্ণ।